রূপ-রেখা

শ্রীবিনায়ক সান্যাল

প্রকাশক—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক
বাঙ্গালী বুক ডিপো
১৬নং গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা।

মূল্য—এক টাকা

গোবর্ধন প্রেস
২০৯, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

সাগর-বালু-বেলায় বসি' ঝিনুক ল'য়ে খেলা,
কুড়ায়ে নুড়ি অলস সুখে কেবলি হেলা-ফেলা!
উপল-কূলে মনের ভুলে পাতিনু খেলাঘর,
তটের বুকে লাগিলে ঢেউ রবে না পলভর!
মনের মাঝে যে-ছবি আছে গভীর রঙে লেখা
রাখিনু তারে বালুর পরে—ক্ষণিক 'রূপ-রেখা'!
যদি সে আনে কাহারো প্রাণে দূরের কোন স্মৃতি
সফল হবে সকল সাধ—সফল মম গীতি!

উৎসর্গ

মা,

কাব্যের প্রতি আমার যা-কিছু অনুরাগ, পেয়েছি আমি তোমারি কাছে। তুমি কাব্য ভালবাস এবং তার চেয়েও ভালবাস আমাকে। তাই, মা, তোমারি পায়ে দিলাম আমার এই বালু-বেলার 'রূপ-রেখা'!

স্নেহধন্য,

প্রণত—বিনায়ক।

দু'টি কথা

এই সংগ্রহের অনেক কবিতাই ইতিপূর্বে প্রবাসী, বিচিত্রা, মাসিক বসুমতী, উদয়ন প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছে। কএকটি নূতন গান এবং কবিতাও দেওয়া হ'ল। দু'একটি বাল্য রচনাও স্থান পেয়েছে এর মধ্যে,—তাদের গুণপনার জন্যে নয়, বোধ হয় তাদের প্রতি আমার একান্ত মমতা-বশতই। শ্রদ্ধাস্পদ সুকবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় স্নেহ-প্রণোদিত হ'য়ে কবিতা-গুলি নির্বাচন ক'রে দিয়েছেন; সেজন্যে তাঁর কাছে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রীতিভাজন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালীচরণ শাস্ত্রী এম্. এ. আদ্যন্ত এই পুস্তকের প্রুফগুলি দেখে দিয়ে আমাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ ক'রেছেন। তরুণ রূপ-শিল্পী, আমার স্নেহাস্পদ ভাগিনেয় শ্রীমান্ দেবীপ্রসাদ ঘটক এই গ্রন্থের প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা ক'রেছেন; সাহিত্য-রসিক, অনুজকল্প শ্রীমান্ প্রভাসচন্দ্র প্রামাণিক এই পুস্তকের প্রকাশসম্পর্কে নানা-ভাবে আমার আনুকূল্য ক'রেছেন;—তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার নেই। সবশেষে, যাঁর অচঞ্চল স্নেহদৃষ্টি ও শুভ প্রেরণা আমার সকল উৎসাহের উৎস,

সেই আমার পরমারাধ্য পিতৃদেবের শ্রীচরণে আমার শত-কোটি প্রণতি জানাচ্ছি।

যদি মরুদ্যানের এই রূপহীন কুসুমগুলি সহৃদয় জনের মনে হঠাৎ কোন দূর-লোকের গন্ধ ব'য়ে আনে, তবেই আমার প্রাণের আশা পূর্ণ হবে।

কৃষ্ণনগর,
২৩শে চৈত্র, ১৩৪৫।

অলমিতি
গ্রন্থকার।

রূপ রে

সূচীপত্র

পৃষ্ঠাসংখ্যা

পৃষ্ঠাসংখ্যা

পৃষ্ঠাসংখ্যা

পৃষ্ঠাসংখ্যা

গীতালি

১

এস বীণাপাণি বাণি !
তামস-মলিন মানসে, জননি,
রাখ রাঙা পাদু'খানি ।

নদীরূপা অয়ি, বহিলে ভারতে,
ভরিলে, ভারতি, সুধারসস্রোতে ;
ঘেরি' দুই তীর উঠিল গভীর
প্রথম প্রণব-বাণী ।

নারদ-চিত-পুলক মথিয়া
সুর-শতদলে এলে উলসিয়া ;
মন্ত্রমুগ্ধ লুণ্ঠিল হিয়া
চরণে ধন্য মানি' !

জ্ঞান-বৈভব-পুণ্যময়ী মা,
বরিষ আশীষ-পীযূষ অয়ি মা ;
ছিন্নতন্ত্রী, লয়হীনা বীণা
ভরি' তোল, সুররাণি !

২

উৎসবেরি উৎস-নীরে সিনান করি, আয়
বনকুসুমের পরাগ-রেণু মাখি সকল গায় ;
ওরে আয় !

গন্ধ-গীতে-ভরা,
হৃদয়-পাগল-করা
আজ বিশ্ব-শতদলের মধু হাওয়ায় ভেসে
মোরা অর্ঘডালা সাজিয়ে এনেছি,
সুরধুনীর ধারায় ভেসেছি ;
কণ্ঠ ভ'রে গান এনেছি, হৃদয় সুষমায় !

৩

আমি স্বপন ভালবাসি !
তাই স্বপনে কূলে কূলে ঢেউএর লীলায় ভাসি ।

স্বপন মাঝে তপন হ'য়ে ফুটি
কালবোশেখীর ঝ'ড়ো হাওয়ায় লুটি ;
ফুটাই দিগ্‌বধূদের নীল আননে আবীর-রাঙা হাসি !

এই জাগরণের সব বেদনা
স্বপনে মোর হয় যে সোনা ;
আমি অশ্রু-নদীর কূলে বসে' বাজাই স্বপন-বাঁশী !

চিত্ত-নদীর এপার হ'তে
পূজার ডালা ভাসাই স্রোতে ;
সে যে লাগ্‌বে বঁধুর চরণতটে স্বপনসুখে আসি' ।

শুকায় না মোর প্রেমের মালা
নিভে না দীপ সুধায়-জ্বালা ;
আমি মরুবুকের তপ্ত তৃষায় ছুটাই উৎসরাশি !

৪

তরী তোর গানের স্রোতে ভাসিয়ে দে রে !
যা কিছু পাওনা-দেনা, ভয়-ভাবনা চুকিয়ে নে রে।
সুদূরে ঐ যে আলোর রেখা,—
নিকষে যেন কনক-লেখা,—
হাতছানি দে' বারে বারে ডাকে আমায় যে রে

সুরেরি ঝর্ণাধারায় স্নান করে' আয়, হ'বি শুচি ;
প্রভাতের অরুণিমায় সব ম্লানিমা যাবে মুছি' !
দিগবধূদের ফাগের রাগে
প্রাণে মোর রঙ্‌ যে লাগে রে,
সেই সুরেরি স্বপন-পুরে যাবি, ভাই, আয় না কে রে!

৫

সাধ হয় তোরে বুকের আড়ালে রাখি,
ওরে নীড়হারা, ওরে ভয়-ভীরু পাখী !

কোন্ দুরাশায় চিরসুখ-নীড় ছাড়ি'
এই অবেলায় দিলি অজানায় পাড়ি ?
ক্লান্ত-পক্ষ আসিলি আমার দ্বারে
নয়নে মিনতি মাখি',
তোরে কোথায় লুকায়ে রাখি' ?

স্বপনমুগ্ধ, বাঁধন-মুক্ত ওরে,
এলি ধরা দিতে আবার বাঁধন-ডোরে ?
ঘর ছেড়ে হায় ঘরেরি মায়ায়
পরাণ কাঁদিছে নাকি ?
ওরে মুক্তি-লুব্ধ, স্বপন-মুগ্ধ

৬

র'য়েছে কুলায়, নাহি তাহে হায় পাখী,
বৃন্ত রয়েছে, কুসুম-শূন্য শাখী !

সুদূরের বাঁশী পশেছিল তার প্রাণে,
দূরের পিয়াসী গেছে তারি সন্ধানে,
ব্যথার পরম পরশ পরাণে রাখি' !

ব'সে আছি হায় নাহি বিরহের কূল ;
ব্যথার বৃন্তে ফুটিবে সোনালি ফুল ;
বিবাগী বিহগী কুলায়ে ফিরিবে নাকি ?

৭

বুকের ব্যথা উথ্‌লে ওঠে
নয়ন-জলে বিদায় দিতে,
অমানিশার ঘন আঁধার
ঘনিয়ে আসে মোদের চিতে !

তোমার প্রেমের অমর আলো
অচিন লোকের পথ দেখাল ;
লাগ্‌ল প্রাণে সোনার স্বপন—
আশার তড়িৎ চমকিতে !

বিদায়-বেলার সজল মায়ায়
মন যে মোদের গেছে ভ'রে,
কেমন ক'রে কাট্‌বে বল
স্নেহের কঠিন কুসুম-ডোরে !

পূজা-শেষের স্মরণখানি
মনের কোণে রইবে জানি ;
সুর-শেষে সুধার মত
রইবে স্মৃতি তরঙ্গিতে !

৮

অবেলায় ডাক দিয়ে যায়
কোন্ সে পথিক পথ-হারারে !
উদাস, মধুর সুরে কোন্ সুদূরে
যায় নিয়ে রে বারে বারে !
না রহে আগু-পিছু,
না রহে ভাবনা কিছু,
ফেলে দে' পথের পুঁজি বেড়ায় খুঁজি' অচেনারে।

আকাশে অস্ত-রবির রঙ্ লেগেছে আমার মনে,
তিমিরে ডুব দিয়ে তাই চায় পে'তে সে পরম ধনে ;
তিমিরের ঐ ওপারে
আলোকের নিঝর ঝরে ;
নাহিতে সেই সরিতে মনের বাউল উতলা রে !

৯

গানের টানে ভাসিয়ে নে' যাও
মনকে মনের পরপারে ;
তোমার বাঁশীর সুরে ঘর-ছাড়া মন
ঘরে যে আর রইতে নারে !

অশ্রু-নদীর ওপার হ'তে ডাক দিয়ে যাও গো,—
আঁধার-স্রোতে চাঁদের আলোর ঝিলিক লাগাও গো ;
চলে সুরের ইসারাতে তরী নাম-হারা কোন্ দূর কিনারে !

না-পাওয়া এই ব্যথায় আমার
রঙীন হ'ল সন্ধ্যা-রাতি ;
হারিয়ে-যাওয়া স্মৃতির সুধায়
বিধুর হিয়া উঠ্‌ল মাতি' !

এই বিরহের আঁধার চিরে জ্বল্‌ল আলো গো,
দূর হরষের পরশ প্রাণে বুলিয়ে দিল গো,—
আমার মন ভুলাল, বুক দুলাল অকারণেই বারে বারে !

১০

কোন্ ব্যাকুল বাউল মনের বনে গায়,
আমার পরাণ আউলায় !
সব সুরের ধারা গহন-পানে ধায় !
মোর বিবাগী মন রয়না ঘরে রে,—
ধায় সে নিরালায় !

আঁধার-রাতির সাথী আমার গো,
হালখানি মোর ধর,
এই অকূলের যাত্রা আমার
তুমি সফল কর ;
আমায় পার ক'রে দাও আলোর কিনারায় !

১১

আমার প্রাণের পরে সুরের ধারে
বারে বারে বাজায় বাঁশী
ঘর-ছাড়া কোন্ প্রবাসী গো,
পথ-হারা সে কোন্ উদাসী !

অজানা কোন্ ব্যথার টানে
মন ছুটে মোর তারি পানে ;
নীড়-বিবাগী পাখীর মত
নীলসায়রে যায় সে ভাসি' !

ওরে ও মন, উতলা মন,
উদাস কেন এমন সাঁঝে !
শুন্‌ছ নাকি পূরবীতে
আগমনীর ধ্বনি বাজে !

অস্ত-গিরির চূড়ায় চূড়ায়
দিগ্‌বধূরা স্বর্ণ কুড়ায় ;
এই মোহনায় হোলির লীলায়
আঁধারে তোর ফুটুক হাসি !

১২

চোখের জলের মত করুণ
মায়ায়-ভরা চাঁদের আলো,
দীর্ঘশাসের মত উদাস,
উতল বাতাস কে জাগাল !

আজ স্বপন দেখে শ্যাম বনানী ;
মুগ্ধ ধরার প্রাণের বাণী
গুণীর হাতে মীড়ের মত
আলোর তারে কে বাজাল !

মদির, মধু এই সমীরে
আয় রে ল'য়ে গন্ধ-ডালা,
আয় রে ল'য়ে মুগ্ধ-হিয়ার
অশ্রুজলের স্নিগ্ধ মালা !

চল্‌রে ও মন অচিন দেশে
কথা যেথায় গানে মেশে ;
মুখর দিনের ক্লান্তিশেষে
প্রাণে সুরের রঙ্‌ লাগাল !

১৩

'ভালবাসি', বল 'বাসি', কেন কর ছলনা ?
নয়নে কালিমা-লেখা, জানি ও কাজল না !
মলিন নলিন-আঁখি,
বিধুর অধর-সাকী ;
রাতুল কপোলে নাহি
সরমের আল্‌পনা !

মোর পথ চেয়ে চেয়ে যাপিলে জাগর রাতি
প্রতি পল-অনুপলে বিরহের মালা গাঁথি'।
তবু কেন অভিমানে
কৃপণ করুণাদানে ?
অধীর অধর পরে
সুধাধারা ঢাল না !

১৪

রিক্ত এ নয় আমার হৃদয়,
সিক্ত নহে আঁখির পাতা ;
আমার প্রাণের বীণার তারে
বঁধুর মধুর সুরটি গাঁথা ।

র আগে ছিল যে-ধন
আঁখির তারায় আছে গোপন,
বাহিরে যে ছিল আপন
স্বপনে তার আসন পাতা ।

হারিয়ে তারে পেয়েছি রে,
রূপ সে ভাবে এল ফিরে ,
আমার জীবন-কুঞ্জ ঘিরে
আনন্দে আজ বাজ্‌ল ব্যথা !

১৫

মিলন-খনের সোনার সূতায়
ধ্যানের মালা গাঁথি ;
বিদায়-বেলার সজল নয়ন
সেই হ'ল মোর সাথী !

রিক্ত হিয়ার ব্যথা সে যে
ব্যাকুল স্বরে উঠ্‌ল বেজে ;
মীড়ের রেশে বিবশ হ'ল
গভীর তিমির-রাতি ।

শূন্য হিয়ার পাত্রখানি
স্মরণ-সুধায় ভরি'
অকূল-অশ্রু-সাগর-জলে
ভাসিয়ে দিলেম তরী ।

গন্ধে-বিধুর নিশীথ-রাতে
লাগ্‌ল আবেশ আঁখির পাতে ;
স্বপন-পুরের গোপন পথে
জ্ব'ল্‌ল হাজার বাতি ।

১৬ *

পাগ্‌লী মায়ের দুলাল ছেলে,
রাখাল-রাজের আপন মিতা,
কাঙাল-ঠাকুর, ধরায় এলে
কণ্ঠে অমর প্রেমের গীতা !

শ্যামা-শ্যামে বিভেদ নাশি'
বাজিয়েছিলে মিলন-বাঁশী ;
তোমার হৃদয়-তীর্থে আসি'
দেখ্‌ল জগৎ সিদ্ধি কি তা'

মুক্তলোকের উদার আলো
তোমার পরাণ-মন ভুলাল ;
বাঁধন-ছেঁড়ার সেই সাধনা
অসীম ভূমায় হ'ল নীতা।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত

১৭

কোমল কর-পরশে তব ধ্বনিয়া তোল বীণা;
মুখর কর নীরব বাণী হৃদয়-তল-লীনা!

যে-সুরে ঝুরে মাধবী রাতি,
কুসুমে বুলে ভ্রমরপাঁতি,
জাগে নবীন বরণভাতি—
কিসলয়ে শ্যামলিমা—

বাজাও এ হিয়া সে মধুছন্দে,
অনুরাগঘন, নব আনন্দে;
বরিষ প্রসাদ-সুধা অনুপম,
দেবি হৃদয়াসীনা!

১৮

মাজ বনানীর শাখে শাখে
পাতা-ঝরার নূপুর বাজে !
কোন্ বাউলের ব্যাকুল ব্যথা
বেড়ায় ভেসে উদাস সাঁঝে !

এল রে ডাক ঐ অনিবার
মন্ত্র-সাধন মন বিলাবার ;
শুষ্ক, ধূসর হবে শ্যামল
শ্যাম বরষার সুষীম সাজে !

ঐ যে মেঘের স্তরে স্তরে
নীল-সায়রের তপ্ত তৃষা—
রুদ্ধ বুকের স্তব্ধ বাণী
ব'ল্‌তে গিয়ে না পায় দিশা ;

জানি নিবিড় নভঃস্থলে
গ'ল্‌বে করুণ নয়নজলে ;
সুর সারঙের দহন-ঃ
ছায়ানটের গহন মাঝে !

১৯

অঞ্জন নয়নে কে বুলাল ?
রূপ-রসে প্রাণমন ভুলাল !

মুদিত কোরক-বধূ
শুধু বুকভরা মধু ;
ভ্রমর নয়ন চুমে ঘুম তার ভাঙাল !

ভাঙিল রে ধরণীর নিদালি ;
মনে বনে মরমের মিতালি !

দিকে দিকে শিহরণ,
গন্ধ, বরণ, স্বন ;
উষার হাসিতে তম সহসা সে মিলাল।

২০

আনন্দেরি পরশ প্রাণে লাগ্‌ল রে!
আমার মনের মৃণালদলে আলোর কমল জাগ্‌ল রে!
আজ সুধায় বিভল বিভাবরী,
বাজ্‌ল প্রেমের আশাবরী;
আমার শূন্য জীবন ভরি'
তৃষার বারি ঝর্‌ল রে।

বিধুর হিয়ার সব বেদনা,
পরশে কার হ'ল সোনা!
বিরহেরি অন্তরে আজ
মিলন-বাঁশী বাজ্‌ল রে!

২১

গাহিস্ যে-গান গুন্‌গুনিয়ে
গা রে এবার গলা ছেড়ে,
বিশ্ব-সুরের সাথে এবার
জীবন-বীণা বেঁধে নে রে !

গাহে গান তৃণ-লতা ফুলে, ফলে,
বাজে গান নদী-বুকের ছল ছলে,
দখিনার গানখানি ঐ যায় ব'য়ে যায় গন্ধে রে !

মিলিয়ে নে তোর সুরটি প্রাণের ঐ সুরে,
ভ'রে নে তোর গন্ধ সুখের বুক পূরে !

শ্যামলের নূপুর বাজে পাতায় পাতায়,
গহনের গোপন গীতি সন্ধ্যা ধেয়ায় ;
তাই স্বপন ফুটে তারায় তারায় নীল গগনের বক্ষে রে !

২২

আমরা সবুজ, আমরা অবুঝ, বাঁধন-ছেঁড়াই মোদের ব্রত ;
দূরের স্বপন মোদের চোখে, সেই সাধনায় নিতুই রত।
অন্ধকারের সিন্ধুকূলে
তড়িৎ-লহর উঠ্‌লে দুলে
মোদের মনের তিমির-তীরে আশার লহর ফুট্‌বে কত !

নীড়ের মায়ায় মন ভরে না, বাহিরে তাই বেরিয়ে পড়ি ;
কাল-বোশেখীর ঘুর্ণী হাওয়ায় দূরকে মোরা নিকট করি !
অজ্ঞাতেরই রহস্যেতে
পরাণ মোদের ওঠে মেতে ;
দিগ্‌বধূদের অনুরাগের ফাগে রঙীন মোদের পথ !

মনীষা

ভক্তি-অর্ঘ*

হে প্রবীণ জ্ঞানঋষি, আজি তব জন্মোৎসবদিনে
লহ দীন সন্তানের ভক্তিনত, পূত পূজাঞ্জলি ;
শুভ্রায়িত ভালে তব উদ্দীপিত প্রজ্ঞার মহিমা,
আহিতাগ্নি ঋত্বিকের ধ্যানস্তব্ধ, সমাহিত ছবি ।
অনির্বাণ জ্ঞানযজ্ঞে দেছ, দেব, জীবন আহুতি,
বিচ্ছিন্ন ভাবনারাশি মনঃকোষে করি' সমীকৃত
অপূর্ব সাধনা তব ; পুণ্যে তব গৃহ তপোভূমি !
প্রদীপ্ত পাবক তুমি ঘুচাইলে রাশি রাশি তমঃ ।
জন্ম-জন্ম-পুণ্যফলে তুমি, দেব, জনক মোদের ;
ধন্য পুণ্য-স্নান করি' অসীম সে স্নেহের সরসে ।
সারল্যের মূর্তচ্ছবি, বাৎসল্যের অনন্ত নির্ঝর ;
করুণাকিরণকণে তৃপ্ত চির মোদের অন্তর !
ভাষাশাস্ত্রে তব দান রবে দীপ্র কালের ললাটে,
'সৃষ্টির রহস্য'কথা—সে অমৃত—বিলালে নিখিলে !
লিপিবিদ্যা-বুদ্ধ তুমি, জীবতত্ত্বে পরম পণ্ডিত,
রসরূপে ইতিকথা প্রচারিলে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে !

* সুপ্রসিদ্ধ, প্রবীণ সাহিত্যিক, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন সান্যাল পিতৃদেবের জন্মোৎসব-বাসরে

তপঃপূত জ্ঞানরূপে মোহিয়াছ মোদের অন্তর,
শিশুর সারল্য তব এ দুর্দিনে দুর্লভ, সুন্দর ;
উদার মহত্ত্বে শির লুটাইলে চরণের তলে,
কিন্তু তব স্নেহধারে শূন্য হিয়া সুধারসে গলে !
কত ত্রুটি পরমাদ স্নিগ্ধনেত্রে করিয়াছ ক্ষমা,
ধরিত্রীর মত ধৈর্যে দেছ কৃপা স্থির, নিরুপমা !
লহ লহ, দেব-ঋষি, পঞ্চোত্তরসপ্ততি বরষে
কৃতজ্ঞতা-বিগলিত চিত্ত মোর সিক্ত সুধারসে !
নাহি কূল, নাহি ভুল, হে প্রশান্ত স্নেহ-পারাবার,
লুণ্ঠিত প্রণতি মম নিবেদিনু চরণে তোমার !
দেহ যজ্ঞে পূর্ণাহুতি লভি' আয়ু শতেক শরৎ,
নন্দিত, বন্দিত হোক্ তব দিব্য সাধনার পথ !

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

আজি তব শুভ উৎসবদিনে
চিত্ত ভরিয়া তোমারে স্মরি ;
মনোময় তব অরূপ মূরতি
গহন গোপনে ধেয়ানে ধরি !

গ্লানি-তাপে-ম্লান, ব্যথাতুর-প্রাণ
ধরণী তোমার সরণী চাহি'
ছিল অনিমেষে আকুল তিয়াসে ;
আসিলে, জলদ, দ্যুলোক বাহি' ।

তব অভিরাম উদয়ে, হে রাম,
লভিল বিরাম দ্বন্দ্ব সব,
যুগ-পুঞ্জিত তিমির গভীর
লুকাল, মিহির, কিরণে তব ।

ধ্যানধন তুমি, উরিলে ধরায়
হাতে ল'য়ে প্রেম-অমৃত-ঝারি,
অঞ্জলি ভরি' পিয়ালে অমিয়া
জীয়ালে অযুত নর ও নারী !

রূপ-রেখা

তোমার সাধনসঙ্গমে আসি'
মিলিল নিখিল সাধন-ধারা,
গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র
একই অকূলে হইল হারা !
ভ্রমিয়া ভুবন কত না কাননে
চয়িলে কুসুম যতনে বাছি,'
কল্‌প-সূতায় গাঁথি' ল'য়ে তায়
রচিলে ধ্যানের মালিকাগাছি !
দেখিল নিখিল প্রসাদে তোমার
পাগলিনী মা'র শ্যামল বিভা,
শুনিল শ্যামের মুরলীর ধ্বনি
লীলায়িত নীল-গগনে কিবা !
জীবে আর শিবে, রূপ ও অরূপে,
বাঁধিলে বঁধুরে মধুর ডোরে,
স্বর্গ মর্ত্তে মিলালে হেলায়
সেতু রচি' প্রেম-নয়ন-লোরে !
অনৃত হইতে ঋজু ঋতপথে,
তামস হইতে আলোকে আনি'
বিলালে মরতে আর্ত্ত তৃষিতে
অমৃত-লোকের অভয়-বাণী ।

এস আরবার, হে যুগাবতার,
আবার ভূমারে ভুলেছে ধরা,
হীন হানাহানি, স্বার্থ-সাধনই
সার বলি' মানি' লয়েছে ত্বরা।
আজি হ'তে শত বরষ পূর্বে
শুনি' অপূর্ব জীবন-গীতা
লভিল চেতন মূরছিত মন,
বিশ্বলোকের পরম মিতা !
আন পুন সাথে বিবেকানন্দে
প্রচারিতে বাণী জগন্ময়—
"অমৃত-লোকের সন্তান মোরা,
দেখেছি পুরুষে জ্যোতির্ময় !
কর অবধান, যত দীন-প্রাণ,
বিষয়-লালসে নাহিক সুখ,
অসীম ভূমায় যার অধিকার
সীমায় তাহার মিটে কি ভুখ ?"
শুনি' উদাত্ত সেই সামধ্বনি
রণিয়া উঠুক সকল দিক !
মোহ-হত যত লুটাক চরণে,
পদরেণুকণা মাথায় নিক !

শ্যামা বাঙ্‌লার সিদ্ধ-তীর্থে
প্রতীচী ও প্রাচী মিলুক আসি' ;
মিলনের সেই পরমোৎসবে
বাজুক, ঠাকুর, তোমার বাঁশী !
কি আছে আমার পূজা-উপচার
দিব অঞ্জলি চরণে আনি' ?
কুণ্ঠিত হিয়া দিলাম সঁপিয়া,
লুণ্ঠিত মম প্রণামখানি !

বঙ্কিম-স্মরণে

সাহিত্য-কাননে যবে ফুটেনিক ফুল,
উঠে নাই ভ্রমর-ঝঙ্কার,
অরুণ-উদয়-লেখা পূর্বাশার ভালে
লিখে নাই জ্যোতির লিপিকা,
পুঞ্জিত তমিস্রা নাশি' জ্বালাইলে তুমি
ভারতীর আরতি-দীপিকা ;
রেখে গেলে বর্ণরাগ অক্ষয় রেখায়
উজলিয়া কালের ভাণ্ডার !
বাণীকুঞ্জে তূর্যরবে করিলে আহ্বান
প্রভাতের অরুণ-আলোকে,
ফুটায়ে বিচিত্র পুষ্প প্রতিভা-প্রভায়
বিরচিলে পূজার আসন ।
অনাগত বসন্তের তুমি অগ্রদূত ;
নিখিলের ধ্যানের স্বপন,
তরঙ্গিত, হে বঙ্কিম, সৃষ্টিমাঝে তব
পরিপূর্ণ প্রাণের পুলকে !
মৌন কণ্ঠে ফুটায়েছ ভাষার কাকলী,
কাব্যছন্দে দুলায়েছ 'কথা',

রূপ-রেখা

মনের গহন-তলে ছিল লীন যত
হাসি-অশ্রু-প্রেম-ভালবাসা
দেছ রূপ তাহাদের, প্রাণ অভিনব ;
মিটায়েছ অতৃপ্ত পিপাসা !
শিখায়েছ মাতৃপূজা—'বন্দেমাতরম্'—
অর্ঘ যার তীব্র আকুলতা !
সারদার মন্দিরের সঙ্কীর্ণ সরণি
তব মন্ত্রে হ'ল রাজপথ ;
চলিয়াছে কত ব্রতী সেই পথ ধরি'
সাথে ল'য়ে দিব্য উপচার ;
বাঁধিয়াছ বর্তমানে ভাবিকাল সাথে ;
ভবিষ্যের অদৃশ্য দুয়ার
মুক্ত আজি, হে বঙ্কিম, তব সাধনায় ;
পূর্ণ আজি সর্ব মনোরথ !
আরতি-বাসরে আজি লহ, দেব, মম
ভক্তিনত, কুণ্ঠিত প্রণতি ;
অনাদি কালের কবি, তব দীপ্ত বাণী
পূরাইবে সব ক্ষয়-ক্ষতি !

শোক-গাথা*

একি নিদারুণ বাণী অকস্মাৎ পশিল শ্রবণে !
ছিল্ল যে গো অধিষ্ঠিত বাঙালীর ধ্যানের আসনে
অভ্রভেদী মহিমায়, সে যে আজ লুটায় ধরায় !
ফুল ঝরে' গেছে হায়, সুষমা সে ভাসিছে হাওয়ায় !
অজ্ঞান-তামস নাশি' জ্বেলেছিল জ্ঞানের প্রদীপ,
বাণীর রাতুল পদে অর্ঘ দেছে সাধনার নীপ !
বিশাল বক্ষের তলে ছিল ঢাকা এক খানি হিয়া
কুসুমের মত কম ; বজ্রসম নিমেষে দহিয়া
নীচতা-দীনতা পুন আপনারে করিত প্রকাশ,
মেঘ যথা বর্ষে বারি পুন হেরি বিজলী-বিকাশ !
ক্ষণিক খেয়ালে কভু উড়াত না ফাঁকির ফানুষ,
জ্ঞানে, কর্ম্মে, সাধনায় সে ছিল গো প্রকৃত মানুষ !
নয়নে মনীষা-বহ্নি ভাবে-ভোলা সেই আশুতোষ
পলকে লুকায়ে গেল ?—হায় মাগো একি আফ্‌শোষ !
কীর্ত্তি তার বিশ্ববিদ্যা-মহাপীঠ ভূতলে অতুল !
হৃদয়ের রক্ত দিয়া ফুটাইল মানসের ফুল !
কোথা সেই নরসিংহ সত্যব্রত, জ্ঞানের পূজারি,
চাতুরীর চির অরি ? চিতে চিতে চেতনা সঞ্চারি'

* পরলোকগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধ-সভায় বিতরিত ।

সুদূর পথের পান্থ শ্রান্ত আজি ভুবন ভ্রমিয়া
দিগ্‌বলয়ের প্রান্তে তাই বুঝি পড়িল ঢলিয়া!
ছাত্রের পরম বন্ধু, তব স্নেহ-গোমুখী-ধারায়
পাবন গাহন করি' কত নর জীবন জুড়ায়!
ভুলিয়াও কটু কথা কহ নাই কখনও কাহারে,
শুচিস্মিত মঞ্জুভাষে তুষিয়াছ; কেবা হেন পারে!
অজেয় পৌরুষ তব বাধা-ভয়ে হয় নাই ম্লান,
জ্বলিয়াছে রুদ্ররোষে, ধরিয়াছে দীপকের তান!
উন্নত, উদার শীর্ষ কারো কাছে হয়নিক নত।
অমেয় করমশক্তি গুণমুক্ত সায়কের মত
ছুটিয়াছে লক্ষ্যমুখে অব্যাহত অব্যর্থ সন্ধান,
অরাতির তর্কজাল যুক্তি-বলে করি' খান্ খান্!
তোমার কীর্তির কথা কত আর করিব স্মরণ?
পুত্রশোকে পাগলিনী বঙ্গভূমি মাগিছে মরণ
বক্ষে খর কর হানি'; লুটাইছে শোকাশ্রুসলিলে;
অমরার পারিজাত হেন আর সহজে কি মিলে?
হে সাধক, হে পাবক, বাঙ্‌লার বরেণ্য সন্তান,
ধন্য আজি বঙ্গবাসী স্মৃতি-নীরে করি' পুণ্যস্নান!
জ্বেলেছি প্রাণের ধূপ, সাজায়েছি ভক্তি-উপচার,
আঁখিজলে আরাত্রিক; হে দেবতা, নমি বার বার!!

রবীন্দ্র-জয়ন্তী

১

বঞ্চিয়া জীবনকাল সঞ্চিলে যে অনন্ত অমৃত,
উত্তরী-অঞ্চল-প্রান্তে আনিলে যে মন্দারমঞ্জরী,
গন্ধে তার, রসে তার আনন্দিত উপোষিত চিত ;
চিন্ময়-চরণে দেছ সঙ্গীতের মঞ্জুল অঞ্জলি ।

২

হে কবি, তোমার বীণে বাজে নিত্য নব নব সুর
নব-ছন্দে-ভাবে-ভরা ; ফুটে নিত্য অযুত কুসুম
বর্ণে, গন্ধে তরঙ্গিয়া ভাবমুগ্ধ হৃদয় বিধুর,
বিস্তারিয়া চিতে চিতে আনন্দের চন্দন-কুঙ্কুম !

৩

বর্ণগন্ধগীতিময়ী ধরণীরে বাসিয়াছ ভালো ;
শুচিস্নাত পূত তুমি নিখিলের লাবণ্য-নির্ঝরে ;
সপ্তাশ্বস্যন্দনে, রবি, যাত্রাপথ করিয়াছ আলো
বিচ্ছুরিয়া দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা কনক অক্ষরে !

৪

'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গে' জাগি' যবে উঠিল 'প্রভাত'
কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুধাস্যন্দী সঙ্গীত-ইঙ্গিতে;
কুসুমি' উঠিল প্রেম তালে তালে বুঝি তারি সাথ!
অনঙ্গ জাগিল রঙ্গি' 'উর্বশীর' বিভোল ভঙ্গিতে!

৫

স্মরশরাহত হর রোষভরে দহিয়া তাহারে
দেছে যথা বিথারিয়া ভস্ম তার নিখিল নিলয়ে,
সঞ্চারিছ, হে কবীন্দ্র, সৌন্দর্যের পূর্ণ পারাবারে
সান্দ্র তব প্রেমমন্ত্র সঙ্গোপনে হৃদয়ে হৃদয়ে!

৬

ফিরিয়া পেয়েছি পুন কবিগুরু লভি' কৃপাকণা
নির্বিন্ধ্যা, অবন্তী, কাঞ্চী; মালবিকা-মঞ্জুলার দল,
—আরো কত বরনারী বিদ্যুদ্দামচকিত-ঈক্ষণা,
পুষ্পলাবী তরুণীর তাপতপ্ত ক্লান্ত কর্ণোৎপল।

৭

কালিদাসে ফিরায়েছ; পুরাতনে ক'রেছ নবীন;
রূপের তূলিকাপাতে রচিয়াছ রসের মূরতি।
বর্ণে-রসে-গন্ধে-গানে বীণা তব গুঞ্জে নিশিদিন,
প্রেমসুধাধারে করি' সুন্দরের অনিন্দ্য আরতি!

৮

দেহের অতীত যাহা, ভাষা যারে না পারে স্পর্শিতে,
ইন্দ্রিয়ের অধিকার পারে যার শাশ্বত আসন,
ব্যথা দিয়ে, প্রেম দিয়ে, চাহিয়াছ অ-ধরে ধরিতে,
মধুর মুরলীরবে সাড়া দেছে ব্রজের নন্দন !

৯

অতীন্দ্রিয় সাধনার উগ্রতপা, হে অগ্র পূজারি,
দিয়াছ অনঘ অর্ঘ রসঘন 'গীতাঞ্জলি'-রূপে,
দিলে আশা আশাহীনে উৎসারিয়া অমৃতের ঝারি ;
ধন্য কবি ! বন্দি তোমা হৃদয়ের পূত পূজাধূপে !

শরৎচন্দ্রিকা

নির্জ্জন তমসা-তীরে কোন্ এক আদিম উষায়
ক্রৌঞ্চের বিরহ-দুঃখে বিগলিত ঋষির হিয়ায়
জেগেছিল আদিগীতি ভারতের ; করুণায় কম,
ব্যথায় বিহ্বল সেই সুধা-উৎস—সেই অনুপম
প্রেমকথা, আজিও সে উদ্বেলিত নিত্য চিত্ত-তটে
অজস্র উচ্ছ্বাস-ভরে—আজিও সে হৃদয়ের পটে
আঁকিছে আলেখ্য তার বিচিত্রবরণ ; সেই হ'তে
আনন্দ-প্রবাহ বহে বিষাদের অশ্রু-সিক্ত পথে !
হে পূর্ণ শরৎচন্দ্র, স্নিগ্ধ, কম কৌমুদীধারায়
ভ'রেছ নিখিল বিশ্ব, সঞ্জীবিয়া প্রতিভা-প্রভায়
প্রসুপ্ত চেতনা বক্ষে, জাগাইয়া প্রাণস্পন্দ নব—
অলক্ষ্য নেপথ্য হ'তে অজ্ঞাতের অসীম বৈভব !
তোমার বেদনা-গানে ফুল্ল আজি পল্লীর পল্বল,
জীর্ণ এ প্রাচীনা ধরা প্রাণরসে করে টল্‌মল্ !
অন্তর্গূঢ় করুণার কমনীয় 'রঞ্জন-রশ্মিতে'
মর্ম্মের অমৃতবার্ত্তা উদ্‌ঘাটিলে সহসা চকিতে
প্রকাশি' নূতন বিশ্ব ; কল্‌পনার কোন্ ইন্দ্রজালে
সৃজিলে নবীন করি' প্রবীণা ধরণী ? কালে কালে
দিব্য তব অবদান দীপ্যমান রবে এ ধরায়,
অনন্ত কালের ভালে রবে লেখা অক্ষয় রেখায় !

তুচ্ছ যাহা নহে তুচ্ছ, বাহিরের রূপ সে তো মায়া,
গ্রন্থের বন্ধনে তব লভিল সে অপরূপ কায়া
ভাব-ঘন সত্যমূর্তি ; দিব্যদৃষ্টি হে ঐন্দ্রজালিক,
সৃষ্টির অন্তরে তব বিশ্বচিত্ত হারাইল দিক্ !
যুগে যুগে নারীচিত্তে যে অমৃত রয়েছে সঞ্চিত,
প্রেমের যে পুণ্যতীর্থে পথ-যাত্রী আছিল বঞ্চিত
হাত ধ'রে ল'য়ে গেছ অজানিত সে রহস্য-লোকে—
গভীর তিমির হ'তে বিস্ময়ের প্রদীপ্ত আলোকে !
সুদূর-প্রসারী তব কল্পনার স্বপন-সঙ্গীতে
প্রত্যহের পথ-চলা ভরি' দিলে নৃত্যের ভঙ্গিতে,
করিলে কুসুমকীর্ণ জীবনের সঙ্কীর্ণ সরণি,
নন্দিলে বিচিত্রছন্দে স্বার্থক্ষুব্ধ, বিধুর ধরণী !
ছায়াভীত মূঢ় অন্ধে পরাইলে প্রেমের অঞ্জন,
ঝঙ্কলে দীপকরাগে সুরহারা, মূর্ছিত চেতন।
ছিন্ন করি' আঁখি-আগে বিস্মৃতির ঘন যবনিকা
দেখালে এ বিশ্ব-দৃশ্যে,—আছে তাহে কি রহস্য লিখা !
প্রকাশিলে অসংশয়ে সেই কল্প-স্বপ্ন অভিরাম ;
লহ লহ, তীর্থবন্ধু, পথিকের প্রথম প্রণাম !

* শান্তিপুর-সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশনে পঠিত

শ্রদ্ধাঞ্জলি*

কল্পলোকের কামধেনু হ'তে দুহিয়া আনিয়া দুগ্ধ
বিলালে, হে কবি, তৃষিত মরতে ; তাই তব গুণমুগ্ধ
মিলেছি আমরা পরাতে তোমারে প্রীতি-পারিজাত-হার—
অলখসূত্রে-গাঁথা ফুলমালা, অনঘ এ উপচার !

তব যৌবন-সাধন-কুঞ্জে মঞ্জু মাধবী বাতে
অসহ বিরহে যেথা মাধবিকা কাঁদে নাথহারা রাতে,
যেথা সুরধুনী স্বরগের ধ্বনি ধরায় বহিয়া আনে,
অমরার লীলা দেখেছি আমরা কতদিন এইখানে !

যে শ্যামার শিষে, পিককলগীতে ভ'রেছিলে, কবি, বাঁশী,
যে মাটির টানে কুসুমের মত ফুটিল অধরে হাসি,
সে মা'টি আবার ডেকেছে তোমারে ভাষাহীন কোন্ গানে,
মায়ের দুলাল তাই ফিরে এলে জননীর আহ্বানে ।

গোরার-নয়ন-সলিল-স্নিগ্ধ, পূত এ শান্তিধামে
স্বরগ যেথায় প্রেমের দৌত্যে মরতের পানে নামে

*সুকবি শ্রীযুক্ত করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি

লভিলে প্রেমের প্রথম দীক্ষা সেথায়, কোবিদ-কবি ;
নেহারিলে তব মানস নয়নে অলোকের রূপছবি।

মানসের পটে বিবিধ বরণে বুলায়ে ভাবের তূলি
আঁকিলে কত না অপরূপ রূপে রসের প্রতিমাগুলি !
প্রান্তর, মরু, কান্তার, তরু, গিরি, দরী, গুহা, বন
ক্ষ্যাপার মতন ফিরিলে ঘুরিয়া ; করিলে অন্বেষণ

'মহান্ হ'তেও মহৎ যে জন, অণু হ'তে যিনি অণু',
সঁপিলে ভক্ত তাঁহারি চরণে তব প্রাণ-মন-তনু ;
তাঁরি প্রেমরসে বিভোর হইয়া সৃজিলে কল্পধাম,
কামনার লোকে ধ্যানধনে আনি' পূরালে মনস্কাম !

আরতির শেষে দিলে ভালবেসে বাণীর 'প্রসাদী' সুধা,
'ঝরাফুলদলে' পূরালে, পূজারি, ভুখারীর প্রেম-ক্ষুধা।
'শান্তির জলে,' 'ধানদূর্বায়' বরষি' আশীষ-ধারা
নাশিলে অশিবে, নির্জীব সবে জাগালে প্রাণের সাড়া !

শাপহত এই সুপ্ত জাতিরে জীয়ালে নূতন করি',
মায়ের কণ্ঠে দুলালে, দেবতা, ভকতির 'শত-নরী' !
কভু লীলায়িত, উপলব্যথিত, ললিত লহরী-মালে,
ভগীরথ, তব কম্বু-নিনাদে সুরধুনী সুধা ঢালে।

রূপ-রেখা

দেখেছি তোমার কবিতার মাঝে মধুর যুগলরূপ—
ভাব ও ভাষার কি সে মাখামাখি, আস্বাদ অপরূপ !
হে কল-কোকিল, মত্ত মধুপ, তব গুঞ্জন-গানে
হোক্ ঝঙ্কৃত কবি-মালঞ্চ নব রূপ-রস-প্রাণে !

ঢালুক অমিয়া দোয়েল-পাপিয়া, হে পিক, তোমারে ঘেরি';
শুনিতেছি কানে, এসেছে স্থদিন, আর নাহি নাহি দেরী !
বাণী-মন্দিরে হোক্ মন্দ্রিত গভীর ঐক্যতান ;
এই হোক তব আশীষ, হে গুণী, তব শুভ বর-দান !

প্রতিনন্দন*

ধারা-জলে ধরণীর হৃদয়-বেদনা
গিয়াছে গলিয়া !
রিক্ত-পত্র তরুরাজি গেছে আজি ভরি'
প্রসূন-পল্লবে ।
নন্দিত নিখিল বিশ্ব বর্ণ-গন্ধ-গানে
লভিয়া বল্লভে,
সুন্দরের স্বপ্ন-মায়া কায়া ধরি', মরি !
পড়িছে ঝরিয়া !
গ্লানি-তাপ, ব্যথা-পাপ, ছিল যাহা কিছু
নগ্ন ও কুৎসিত,
শরতের জ্যোৎস্না-লেখা—কারু-কল্প-রেখা
দিয়াছে মিলায়ে ।
ছন্দে ছন্দে তরঙ্গিত, শ্যামায়িত ধরা
ললিত 'লীলায়'
মধুর নূপুর-রবে সুদূর-বঁধুর
হের রোমাঞ্চিত !

*সুসাহিত্যিক ও কবি শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রতি

প্রত্যহের জীবনের কুৎসিত নগ্নতা
নির্বেদ পাণ্ডুর,
হে কবি, দিয়াছ মুছি' মায়া-তূলিকার
পরম পরশে !
সংকীর্ণ জীবন-বর্ত্মে বীথি-পথ রচি'
অভিসার-রসে
করিয়াছ তীর্থ-যাত্রা সুন্দর-মন্দিরে
শাশ্বত, মধুর !
'পথে ও প্রবাসে' যত আহরিলে নিধি
মালাকারে গাঁথি'
বঙ্গবাণী-কণ্ঠে দেছ দুলায়ে যতনে
দিব্য প্রেরণায় ;
প্রেমঘন হৃদয়ের পূত পূজাঞ্জলি
মনোমঞ্জুষায়
লভুক নির্ভর চির ; লহ, গুণী, আজি
হিয়ার আরতি !

কল্পনা

আবির্ভাব *

বসে' আছি মুক্ত বাতায়নে
ফাল্‌গুনের নবীন উষায় ধ্যানমুগ্ধ, অতৃপ্ত নয়নে।
তখনো উদয়-রবি উষসীর নীলিম আননে
আঁকেনি কুঙ্কুম-লেখা প্রণয়ের প্রথম চুম্বনে!
ধ্যান-মৌন নিশীথের তপ্ত অন্ধকার
তরল, হিমেল হ'ল আভাসে কাহার!
কুহেলি-গুণ্ঠন নাই; মলয়ের মধুময় বায়ে
অশান্ত কুসুম-গন্ধ পড়িছে এলায়ে;
বর্ণহীন অসীম আকাশ
বহিছে জগতীতলে সুদূরের মেদুর আভাস।
সহসা সে সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, হিমেল হাওয়ায়
নীড়-হারা পাখী এক উড়ে এল নিঃশব্দ পাখায়।
পাখী নয়, পরী এযে!
বিস্ময় উঠিল বেজে,
তরল তিমির-সরে ফুটিল রে আলোর কমল;
দুর্লভ মুক্তার মত রূপ তার করে ঝল্‌মল্!

* টুর্গেনিভের "A Visit" নামক গদ্য-কবিতার ভাবাবলম্বনে লিখিত

চূর্ণ, চারু, কুটিল কুন্তলে
লুটিছে কমল-মালা মৌন কুতূহলে !
বিচিত্র, সুন্দর তার লঘু সে পাখায়
চামর-বীজন-ছলে মু'খানি লুকায় !
বিধূনিল ডানা তা'র
লীলাচ্ছলে দুইবার ;
স্মিত-হাস্যে-বাঁকা-রেখা আঁকা যেন মধুর অধরে ;
রহস্যে-অতল নেত্রে ভাষাহীন ভাবসুধা ক্ষরে !

সদল মৃণাল শোভে করে,
যেন রাজ্ঞী রাজদণ্ড ধরে ;
পরশিল মোর মাথে
অসীম স্নেহের সাথে ;
চিত্ত মোর বক্ষোমাঝে উঠিল দুলিয়া ;
ধায় ব্যাকুলিয়া
যুগল পাগল বাহু বাঁধিবারে তারে
প্রেম-ডোরে,
আঁখি শুধু ভরে আঁখি-লোরে !
মালঞ্চ-অঞ্চল-ছায়ে কুহরিল পিক,
সুরধারে শিহরিল দিক্ !

সান্দ্র সে বন্দনা-গান
নীরবিল হতমান ;
মিলাইল মায়াময়ী কোথায় কে জানে,
কাহার সন্ধানে !
দুগ্ধ-শুভ্র নিখিল আকাশ
লিখিল রুধির-ধারে শুধু তার ক্ষণিক প্রকাশ !
হে কল্পনে, রঙ্গময়ি,
তোমারে চিনেছি অয়ি,
লীলাচ্ছলে দেখা মোরে দিয়েছ সহসা,
কবির বন্দিতা দেবি, ভুবন-ভরসা !
হে কবিতা, কল্প-লতা,
তুমি মোরে কও কথা,
মোর চিত্ত-উপকূলে
এসেছিলে পথ ভুলে'
বসন্তের সুষীম উষায় ;
ক্ষণিক আঁখির জ্যোতি—এই স্বপ্ন—
যেন, দেবি, কভু না মিলায় !

শ্যামের বাঁশী

গোকুল আকুল করি' কবে, শ্যাম, সেধেছিলে বাঁশী
যমুনার নীল জলে কলরোলে লীলায়িত করি' ?
কোন্ সে মুরলীরবে ব্রজবধূ-মনোমধু হরি'
ললিত বনিতাগণে ক'রেছিলে চরণের দাসী ?
শুনেছিল সেই ধ্বনি নীপশাখে রোমাঞ্চিত ফুল,
লভেছিল সে প্রসাদ গোষ্ঠে গাভী, কুঞ্জে সখীগণ,
আর যত নর্ম্মসখা ; যশোমতী আবেশ-আকুল—
কান যাঁর ছিল মনে, প্রাণে ছিল প্রেমের অঞ্জন !
কলকল চলে জল, মধুর সে বিহগকাকলী,
মর্ম্মরিত মধুচ্ছন্দে গেয়ে চলে শ্যাম বনস্থলী ;
মধু হ'তে আরো মধু বাজে ব্রজ-বঁধুর বাঁশরী ;
শ্রবণে না যায় শোনা, বাজে বুকে সে সুর-লহরী !
প্রেমের নীরব রবে জীব সবে ধায় অভিসারে
মিলাইতে অন্তহীন শ্যামের সে প্রেম-পারাবারে !

সকলি তোমার পূজা

রসনায় গান দিয়ে, নাথ, করিব তোমার পূজা ;
ভাষারি অতীত তুমি ভাষণে যায় না বুঝা !
নয়নের আড়াল হ'তে মনেরে যে-জন ছলে,
কেমনে দেখ্‌ব তাঁরে বিনা মোর নয়ন-জলে ?
শ্রবণে মন না গেলে কেমনে বাজ্‌বে বাঁশী,
মধুরে শুন্‌ব নূপুর, হবে মোর মন উদাসী ?
অধরে পরশ-সুধা না যদি বিলাও তুমি,
কেমনে, পরাণবঁধু, তোমারি চরণ চুমি ?
জীবনে পাই নি যাহা, হারায়েও লভিনু যা'
সে আমার জয়-পরাজয় সকলি তোমার পূজা !

বিরহ-মিলনে

তোমার আমার মাঝে কেন আজি এই ব্যবধান ?
কেন হেন তরঙ্গিছে বিরহের বিপুল বারিধি ?
কোথা গেল মিলনের নিত্য নব নব অবদান,
কোন্ মায়া ছায়া ফেলি' আঁধারিল আলোকিত বীথি
তোমার কিরণ মোর হৃদয়ের হরিল তিমির,
তোমার নিঃশ্বাস মোর জীবনের সঞ্জীবন-সীধু
তুমি ক্ষেম, তুমি প্রেম, তুমি নাথ পরম-শরণ,
সংসারের দাবদাহে করুণার নির্ঝরিণী-নীর ;
হৃদয়-মালঞ্চে মোর তুমি, শ্যাম, নটবর বিধু,
চিত্ত-শতদলে অলি, সুধা-চোর, হৃদয়-হরণ !
মিলনে তোমারে লভি বাহু-পাশে নিবিড় করিয়া,
নূপুর মধুর বাজে জীবনের নিকুঞ্জ ভরিয়া।
বিরহে সকলি শূন্য, তবু পূর্ণ হেরি চারিধার,
এক সে বহুল হ'য়ে সেতু রচি' বাঁধে পারাবার !

তোমারে বেসেছি ভালো

তোমারে বেসেছি ভালো এ আমার কঠিন গৌরব :
রচিয়াছি ধ্যানাসন হৃদয়ের গহন গভীরে
অশ্রু-নীর-ধৌত মোর জীবনের বনভূমি-তীরে
বাসনার পরপারে। অঞ্জলিয়া সকল বৈভব
ইন্দ্রিয়ের পঞ্চ-দীপে জ্বালায়েছি আরতির শিখা,
প্রেম-পুষ্পে গাঁথিয়াছি পূজা লাগি' মঞ্জুল মালিকা!
বাহিরে ব'হেছে ঝড়, রুষিয়াছে রুদ্র ভয়ঙ্কর,
ভীষণ তাণ্ডবে মাতি' নটরাজ জেগেছে শঙ্কর!
তারি মাঝে ভাতিয়াছে দীপ মোর প্রিয়ের মন্দিরে,
তারি মাঝে ধূপ-গন্ধ রহিয়াছে চিদাকাশ ঘিরে!
হে রাজন্, আমা'পরে এ করুণা অহেতু, অপার,
দাও নাই শুধু মোরে, সেবিবার দেছ অধিকার!
দুঃখের মৃণালদলে ফুটাইয়া আনন্দ-কমল
সঁপিয়াছি শ্রীচরণে, এই মোর পরম সম্বল।

নারী

কোথা হ'তে এলে নারী হাতে ল'য়ে স্বর্গের প্রসাদ !
সিঞ্চিয়া মরম-সুধা পিপাসিত মরত-মরুতে ?
দেহের দেহলীমূলে উৎসবের দুটি পূর্ণ ঘট ;
অপাঙ্গে তরঙ্গে তব অনঙ্গের বিলোল বিলাস !
বিলাও অধরপুটে কামনার তপ্ত হলাহল
আশ্লেষে আকুল করি' প্রেমিকের মুগ্ধ, মূঢ় হিয়া !
কুহকিনি, একি মায়া ! লীলা তব ভীষণ-মধুর !
জ্যোতির্ময়ী দেবীরূপে পুন হেরি তোমারে, রমণি,
করুণাকিরণ-ধারা ঝর ঝর ঝরে আঁখি হ'তে।
সরমে-সম্ভ্রমে-প্রেমে নিরুপমা মমতা-রূপিণী,
ব্যথার শিয়রে জাগ শরীরিণী শুশ্রূষার মত।
ক্ষুধায় বিতর অন্ন, পরাণের মিটাও পিপাসা ;
দুঃখে সুখ, রোগে শান্তি, যাত্রাপথে নিত্য সহচরী,
হে প্রিয়া, সচিব, সখি ! তুমি দেছ জীবনে স্বাদুতা।

আজি মোর হৃদি-কুঞ্জবনে

(১)

আজি মোর হৃদি-কুঞ্জবনে
কুহরিছে মুখর কোকিল।
ঐ তা'র চির-সাধা সুরে
—মনে হয় অসীম সুদূরে
আধ-ভোলা কোন্ সে রাগিণী
পুন আজি পূরিছে নিখিল !
কণ্ঠ তোর কোন্ মন্ত্র জানে,
ওরে মোর মায়াবী কোকিল ?

(২)

দাও দোলা মালঞ্চ-অঞ্চলে ;
হে চঞ্চল, ভেঙে দাও ঘুম !
মঞ্জুল সে মঞ্জীরের তাল
চিত্ত মোর করুক মাতাল ;
এলায়িত কবরী খসিয়া
রাশি রাশি ঝরুক্ কুঙ্কুম !
তা'রি মাঝে জ্যোছনা হাসিয়া
ভালে মোর দিয়ে যা'ক্ চুম !

(৩)

মধু দোল-ফাল্গুনের রাতি
সুধাধারে অধীর ধরণী !
দেবদারু বেপথু-বিহ্বল,
গন্ধবহ মদির, চঞ্চল,
দিশি দিশি শ্যাম সমারোহ,
অপরূপ রূপের লাবণি !
কেগো ? কোথা ? কই ? কা'রে চাই ?
কে দেখাবে অলোক-সরণি ?

(৪)

রূপে-রসে, বর্ণ-গন্ধ-গানে
আঁকি' দেয় একি মায়াঞ্জন !
আনন্দের একি গূঢ় ব্যথা !
রূপায়ণে অরূপ-বারতা !
বাজিবে না পদধ্বনি কিরে,
বঁধুয়ার নূপুর-শিঞ্জন ?
জীবনের যমুনা-পুলিনে
দাঁড়াবে না হৃদয়রঞ্জন ?

(৫)

ওগো নাথ, বঁধু, প্রিয়তম,
হে আমার একান্ত আপন !
বিকশিত বিশ্ব-শতদলে,
মহিমার যে-মধু উথলে,
সে-পীযূষ-রস-প্রস্রবণ
কতদিন করিবে গোপন ?
চিত্তে তব পরশ-রভস
জাগাবে না পারের স্বপন ?

অজানার পথে

হাওয়ার রথে আকাশ-পথে

ঘন চিকুর এলিয়ে এল,

চল চোখের চপল মায়া

ছায়ার মাঝে মিলিয়ে গেল !

উতল বেগে নামিল ধারা,

শীতল ধরা বাদল বায়ে

কদম-কেয়া ছুলিয়ে দিল

গন্ধ-ডালা কাহার পায়ে ?

ণ হ'ল ভূষণ সে যে,

নূপুর-রবে উঠিল বেজে ;

ঝড়ের তালে ধারার গীতি

দহন সনে গহনে গেল !

ঝরিল ঝারি অঝোর ঝরে

কাঁদন তার থামিল না যে,

কোন্ সে ব্যথা বিষম হ'য়ে

চরম ছুখে মরমে বাজে ?

সমুখে চাহি' দেখিছ নাকি

তরুণ রাগে অরুণ-ভাতি ?

বরুণ কেন নয়নে তবু ?
বিদায় কর করুণ রাতি ।
আঁচল ভরে’ শেফালি-রাশি,
আনন ভরে’ বিকচ হাসি,
শিশির-নীরে পথের পরে
ছড়িয়ে দে’না মরণ-সাজে !
সফল হোক্ সকল লোক
আলো-কালোর বাসর-রাতে,
দুখের দীপ নিভিয়া গেলে
নামুক নিদ আঁখির পাতে !
গহন কোন্ তমাল-তলে
চিকণ কালা বাজায় বাঁশী,
সর্বনাশা নেশায় তারি
মরণে তোর ফুটুক হাসি !
ডেকেছে সে যে, সেধেছে তোরে,
বেঁধেছে বঁধু মধুর ডোরে,
শেষ করে’ দে জানার পালা
অজানা সেই কালার হাতে ।

আঁধারে আলো

সন্ধ্যার সীমন্ত-প্রান্ত দেখা যায় অস্পষ্ট, ধূসর ;
উদাস, বিধুর বায়ে শিহরিছে তন্দ্রিতা মেদিনী ;
ক্ষণে ক্ষণে অলক্ষিতে বনফুল বহি' পরিমল
আকুল করিল হিয়া অস্বাদিত বেদনার রসে !

নিভৃত অঙ্গন-কোণে সঙ্গোপনে মোর সন্ধ্যামণি
কুণ্ঠিত সৌরভ তার আবরিয়া তিমির-গুণ্ঠনে
অপেক্ষিছে নভোলোকে অনিমেষ, ম্লান আঁখি মেলি,'—
ফুটিবে দীপালি-মালা অনন্তের বন্দনা-মন্দিরে !

যদি নাহি ফুটে আলো, নভোলোকে নাহি জাগে তারা,
যে-আলোর স্বপ্ন-পথ চেয়ে মন হল দিশে-হারা—
যাহার পিপাসা মোর জীবনেরে রয়েছে জড়ায়ে
শতপাকে, সর্বকর্মে ; সে যদি গো নাহি দেয় ধরা ?

যদি নাহি ধরা দেয়, ফিরে যায় নিষ্ফল ব্যথায়,
যায় সন্ধ্যা মিলাইয়া ঘনতর, নিতল আঁধারে,
কবে নাকি বার্তা তার নিশীথিনী মোর কানে কানে ?
অনিমেষ আঁখি শেষ গহনের গভীর অন্তরে ?

এই যে জীবন মোর কোথা হ'তে এসেছিল ইহা,
ভুবন-ভ্রূণের মাঝে কোন্ ছলে কেমনে পশিল?
প্রকাশের রঙ্গশালে দীপ্তরূপে কি মন্ত্রে জাগিল
অজ্ঞাতের অন্তরের ধন জীবনের পূর্ণ প্রাণ-রসে!

মনে হয় এ জীবন মরণের জলধি মন্থিয়া
উদিবে গগন-প্রান্তে অকলঙ্ক শশাঙ্কের মত;
শুনিব নবীন লোকে অরুণের আরক্ত আহ্বান,
জাগিবে জীবন-পদ্ম মরণের বিশীর্ণ মৃণালে!

জন্ম-মাঝে আছে জানি সুনিশ্চিত মৃত্যুর আভাস,
'অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি' দক্ষিণের দাক্ষিণ্যের মাঝে;
তেমনি মরণ-মাঝে রাজে ধ্রুব জীবন-আশ্বাস—
রাত্রির সমাধি-স্বপ্নে পূর্বাশার অপূর্ব স্বর্ণিমা!

আনন্দ-সঙ্গমে

বঙ্কিম-সর্পিল-গতি অবিরল চলে স্রোতস্বতী
কলধ্বনি-নূপুর চরণে,
আশ্লেষ-আকুল কোন্ অভিসারিণীর মত।
নির্মল, নিতল নীরে দক্ষিণের অলক্ষ্য পরশ
উলসিছে তরঙ্গলীলায়।
বনশ্রীর স্নিগ্ধ, শ্যাম শোভা, নীলিমার অনন্ত বিস্তার
ধরি' ঐ স্বচ্ছ, ক্ষুদ্র বুকে
চলিয়াছে অকূল-উদ্দেশে লক্ষ্যহারা বাসনার মত।
দুই তীরে অবারিত, শ্যামল প্রান্তরে
লীলায়িত ধরণীর বসন-অঞ্চল!
দূরে কোন্ বনবীথি হ'তে ভেসে আসে
কোকিলের কলকণ্ঠে মুক্তির কাকলী।
তারা-জাগা, পাখী-ডাকা, নদী-গান-গাওয়া সেই বিজন প্রান্তরে
জাগে শুধু অনন্তের অন্তরের ধ্বনি।
সাধ হয় জীবনের সর্ব দুঃখ-সুখ, সব দ্বন্দ্ব, সকল বিক্ষোভ
বেদনার রক্তশতদলে দিই অঞ্জলিয়া চরণে তাহার!

ঐ যে ফুটিছে তারা, নিশীথের ধ্যানের স্বপন—
ঐ যে হাসিছে শশী বাঁধিয়া ধরার বক্ষ রজত-কুহকে—
ঐ যে তটিনী মর্ম্মের মর্ম্মর-ধ্বনি গুঞ্জরিয়া তটেরে শুনায়—
ঐ সুর, ঐ আলো, ঐ দোলা রক্তে মোর তুলিয়াছে ঢেউ,
জানায়েছে অন্তরে আমার নেপথ্যের অনুক্ত আহ্বান ;
দুঃখ-সুখ, অশ্রু-হাসি, জীবন-মরণ
এক হ'য়ে গেছে আজ অসহ্য পুলকে !

যে-জননী স্তন্যসুধারসে পালিয়াছে জন্মক্ষণ হ'তে,
দিয়াছে ক্ষুধার অন্ন, মিটায়েছে প্রাণের পিপাসা,
দিগন্ত-ললাটে যার ক্ষণে ক্ষণে ফুটিয়াছে জ্যোতির্ম্ময় আশা—
শত শোভা বরণের,—
কভু শুভ্র, অনভ্র, সুষীম ; কভু দীপ্ত রাগ-রক্ত-রেখা ;
কখন বা নিগূঢ় আঁধার ;
যার সাথে তনু মোর, প্রাণ মোর ছিল বাঁধা নাড়ীর বন্ধনে,—
তাহারে ত্যজিতে আজি নাহি কোন ভয়, সরম, সংশয়,
ফেলে যেতে জীবন-সঞ্চয় নাহি ক্ষোভ কোন !
পথে যেতে ফিরে-ফিরে-চাওয়া,
করুণাকণিকা-ভিক্ষু, ভীরু মিনতির মৌন, মূঢ় মায়া—
আজি তার শেষ।

রূপ-রেখা

আসে যদি সান্দ্র এ লগনে লোকান্তর হ'তে
কোন অলক্ষ্যের ডাক,
তবে সেই ভালো, সেই মোর অলোকের আলো
প্রাণে মোর কুহক বুলাক্ !
শ্যামলীর কোমল চোখের ঐ চাওয়া,
আঁখির তারায় তার নীলিমার অপরূপ মায়া
বহি' আনে সুন্দরের গোপন ইঙ্গিত !

রূপ ছেড়ে তাই অপরূপে, কথা ছেড়ে বচন-অতীতে
ধায় হিয়া অধীর, উদ্দাম !
আজি তার নিমন্ত্রণ-লিপি এসেছে আমার দ্বারে,
লেগেছে পরাণে মোর প্রাণেশের প্রেমের পরশ !
আর তারে রুধিব কেমনে ?
আমার প্রাণের সেই চির-বিরহিণী,
সে অভিমানিনী,
সহসা পেয়েছে তার দয়িতের দুর্লভ প্রসাদ,
পূর্ণ আজি তার সর্ব সাধ !

তটিনীর মত তাই চলেছে সে লীলায়িত, ললিত ভঙ্গিতে
অলক্ষ্যের অভিসারে
সুন্দরের আনন্দ-সঙ্গমে !

জানিনা এ সত্য প্রেম কিনা

জানিনা কাহারে কহে প্রেম ;
কোন্ মূল্যে তারে যায় কেনা ?

কবির ধ্যানের ধন মোর
চিরদিন রহিল অচেনা !

প্রথম যৌবন-দিনে যবে
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরিল পিক,
বসন্তের অশান্ত বাতাসে
ফুল-গন্ধে শিহরিল দিক্,
সেদিন সে মধু যামিনীতে
জেগেছিল অজানা পিপাসা,
যারে কভু পাইনি জীবনে
তা'রি লাগি' দুরন্ত দুরাশা ;
সান্দ্র কার বাহুর বন্ধন
সন্ধানিয়া ফিরিল হৃদয়,
কার দু'টি আঁখি-নীলোৎপল
ভুলাইল সকল সঞ্চয় !

দুর্নিবার, অনুক্ত আহ্বানে
ডাক দিলে, নেপথ্যবাসিনি,
মিলনের বহু বহু আগে
ঘনাইল বিরহ-যামিনী !
তারপরে লীলায়িত তনু
আনমিত মঞ্জরীর ভারে
অলখিত বীথিপথ বাহি'
এলে, কান্তা, অঙ্গন-দুয়ারে ;
মনে হ'ল দুর্লভ কামনা
কায়া ধরি' নামিল মরতে ;
দুলাইল, ভুলাইল হিয়া,
গাঁথা হ'ল প্রাণের পরতে !
ক্ষণে ক্ষণে বিস্রস্ত অঞ্চলে
চঞ্চলিয়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে,
লাজকুণ্ঠ চাহনির বাণে
প্রাণে মোর কুহক বুলাতে !
মনে পড়ে সে মধু মাধুরী,
সে বিশ্রব্ধ আত্ম-নিবেদন,
বিহ্বল, বিবশ বিভাবরী,
কানে কানে কূজন-গুঞ্জন ।

অয়ি মোর মানসী মাধবি,
ওই তব মনোমধু লাগি'
লোলুপ মধুপ তব দ্বারে
ফিরে ফিরে গেছে ভিখ্ মাগি'।
ছল করি ফিরালে, কভু বা
পূরাইলে অকৃপণ দানে,
তোমার সে বিলাস লীলার
যে পেয়েছে সেই শুধু জানে!
নাহি আর আতপ্ত আবেশ,
তনু লাগি' তনুর ক্রন্দন,
তব হৃদি-শ্যাম-সানুতটে
বিমুগ্ধের সুস্নিগ্ধ শয়ন।
অধরের পূর্ণপাত্র আজি
ফিরে যায় আশা না মিটায়ে,
ললিত কপোলকূপে আর
লুব্ধ অলি পড়ে না লুটায়ে!
নাহি পাই, নাহি চাই আজি
মুখে মুখ, অতি কাছাকাছি,
অরাল মৃণাল-বাহু-পাশে
এ জগতে আছি-কি-না-আছি!

যৌবনের জয়-যাত্রা-পথ
মুছে যায় দিগন্ত-সীমায়,
এখনো কি ইন্দ্রিয়ের রথ
সচকিবে শ্রান্ত এ হিয়ায় ?
তবু তোরে চাহে হিয়া মোর
নিশিদিন একান্ত আগ্রহে,
তবু তুমি, হে মরম-রমা,
পূর্ণ আজি সকল বিগ্রহে।
কবিতার পংক্তি মাঝে তুমি
ছন্দোময়ী, অলক্ষ্য সুষমা,
প্রসূনে সৌরভ তুমি, নারি,
দীপে আলো, গীতে লয়সমা ;
দেহমাঝে আত্মারাম তুমি
প্রাণরসে জীয়াও হেলায়,
অন্তরে আনন্দ তুমি, ধনি,
উদ্বেলিত লহরী-লীলায় !
কায়া ধরি' আছ কাছে তবু
নাহি চাহি দেহের পরশ ;
নহি আর রূপের ভুখারী,
মায়াময়ি, দাও প্রেমরস।

প্রতি কর্মে, বচনে, ধেয়ানে
দূর হ'তে যাও ছুঁয়ে ছুঁয়ে,
আঁখি মুদি' হেরি অয়ি প্রিয়া,
চেলাঞ্চল লুটে পড়ে ভূঁয়ে!
দেহ হ'তে দেহে রচিয়াছ
একি সূক্ষ্ম, গূঢ় ব্যবধান!
দূরত্বের মৌন মায়া স্বজি'
মিলায়েছ পরাণে পরাণ!
দূর হ'তে ইসারায় কথা,
প্রয়োজনে শুধু কাছে আসা,
সুখে দুঃখে, সুদিনে দুর্দিনে
দুইজনে মিলে কাঁদা-হাসা।
দেহের দেহলীমূলে আর
নাহি জ্বাল লালসার শিখা,
দূরের রহস্যজাল রচি'
নিকটের ভাঙ অহমিকা।
এ যেন রে দেহ-বৃন্দাবনে
একসাথে বিরহ-মিলন,
এ যেন রে কান্ত, স্নিগ্ধ রাতে
বাঁশরী-সঙ্কেত সম্মোহন!

রূপ-রেখা

স্তবকিত বল্লরী-বিতানে

সমীরিত প্রথম যৌবনে

যে অনন্ত, অতৃপ্ত তিয়াসা

সঞ্চারিল সর্বদেহে-মনে—

নির্বাপিত সেই অগ্নি-গিরি,

সে দাহন স্নিগ্ধ প্রেম-বানে ;

জানি না এ সত্য প্রেম কিনা ;

চিত্ত এরে সত্য বলি' মানে !

প্রেমের অবসর

বনের তরু মর্ম্মরিয়া কহিছে আজি কি কথা,
নদীর কূলে জলের কলতান ?
মনের মাঝে মুরলী বাজে,
বুকের তটে ধরিছে না যে ;
কাজের পালা হ'ল কি সারা, তাই কি বেয়া-কুলতা ?
প্রাণের মূলে প্রিয়ের প্রেমগান ?
এসেছে আজি আকাশ-পথে স্থরের সীধু রে !
আকুল করে উতল হাওয়া বন্ধু-বিধুরে !
স্বপন দেখে বিভাবরী,
হাসিটি ঐ লুটায় মরি ;
দোদুল নীল নিচোলখানি অসীম স্থদূরে !

২

ধরণী ভরি' ঝরিছে মরি রজত-রুচি চাঁদিনী
বকুলফুলে আকুল সারা পথ !
এ মধু দিনে হৃদয়-বীণে
বিরহ বাজে বঁধুয়া বিনে,
শূন্য মনে বল কেমনে যাপিব আজি যামিনী,

কখন দ্বারে নামিবে জয়-রথ ?
নয়নজলে গেঁথেছি মালা বঁধুর লাগি' রে !
বিছায়ে হৃদি-আসনখানি বাসর জাগি রে !
মধুর তাঁরি নূপুর-ধ্বনি
শোণিতে মোর উঠেছে রণি',
অধর-সুধা-রভস-আশে পরশ মাগি রে !

৩

হৃদয়ে যত বাসনা শত পূরিল না তো জীবনে,
অনলতাপে মলিন ফুলদল !
পুড়েছে গেহ, গিয়েছে আশা,
বৃথাই শুধু যাওয়া ও আসা ;
কি ফল মিছে মায়ার পিছে বিফল অনুসরণে ?
গিয়েছে যদি যাক্ না এ সকল !
কেবলি দুটি অন্ন খুঁটি' কাটিল এতদিন,
পরাণ পরে পড়িল নারে প্রিয়ের পদচীন !
সুন্দরেরি এ অঙ্গনে
যাচিনু চির অনৃত-ধনে ;
অমৃত-রস-সিন্ধু হ'ল বিন্দুতে বিলীন !

৪

কাজের বারে পাইনি যারে লভিনু তারে বিরলে।
দিনের সনে দুখের অবসান !
তিমির-তীরে সহসা ধীরে
আলোর ঝারি ঝরিল কিরে !
জ্যোতির চল-কমলদল ঝলে অকূল অতলে,
শ্রবণে মম জলধি-জল-গান।
অলোক হ'তে আলোক-রথে এ কার আবাহন ?
এ মরু-বুকে অসহ দুখে পীযূষ-পরশন ?
মিলেনি যাহা সুখ-স্বপনে,
মরীচি রচি' কল্প-বনে,
(সেই) সাধন-ধনে গহন মনে করিনু দরশন !

মর্ত্য মিলন

মালঞ্চের অঞ্চল চঞ্চলি' বসন্তের অশান্ত বাতাস
বহে' আনে একি দীর্ঘশ্বাস !
পরাণের নিভৃত নিলয়ে যে কামনা আছিল নিলীন
বসন্ত-পরশ-রসে হ'ল বাধাহীন।
ফুলে ফুলে হ'ল ছাওয়া যূথী-বীথি-পথ,
গন্ধভারে আমন্থর অরণ্য-পর্বত,
নৃত্যের তরঙ্গ-রঙ্গে হৃদয়-হিন্দোল,
অসীম উল্লাসভরে দুলে উতরোল।
উদ্বেলিত অশ্রু-সিন্ধু হ'তে আনন্দের গোপন মণিকা
দিল দেখা লয়ে' দীপ্ত শিখা !

অন্ধতার আঁধিয়ার হ'তে জাগিলাম সহসা চমকি'
সর্ব অঙ্গ উঠিল থমকি'।
সঞ্চারিল মরম-মাঝারে কে অজানা তাড়িত আহ্বান,
শ্রান্তিহীন রাত্রিদিন করি সে সন্ধান।
সহসা সম্মুখে মোর নির্বাক্, কুণ্ঠিতা
কে ঐ নেহারি নারী অর্ধাবগুণ্ঠিতা ?

অঙ্গে অঙ্গে লাবণ্যের ললিত ভঙ্গিমা,
গতিচ্ছন্দে আন্দোলিত রূপ-তরঙ্গিমা ?
বিস্মৃতির-পর্ণপুটে-ঢাকা এ আনন চেনা মনে হয়,
এ নয়ন ভুলিবার নয় !

অতীতের অতল শয়নে ছিল লীনা এ প্রতনু লতা,
অতনুর আরতি-নিরতা।
বন-শ্রীর নূপুর-মর্মরে, কুসুমের সুষমা-সম্ভাষে
গুপ্ত-চিত-সুপ্ত সুধা উরিল প্রকাশে !
উৎসব-মদির আজি মধুর সন্ধ্যায়
দিকে দিকে দিগ্‌বধূ বাঁশরী বাজায় ;
ফুলকলি কানে অলি কি কথা গুঞ্জরে ?
বিভাবরী ভরি' দেয় কার কলস্বরে ?
এ আনন্দে বন্ধ হ'বে দূর, বিস্মৃতির যবনিকাখানি
শূন্যতলে মিলাইবে; জানি !

মানসের প্রসূন বাসনা উলসিল অলস চেতন,
সঞ্জীবিল নবীন যৌবন।
প্রণয়ের নিগূঢ় ইঙ্গিতে হৃদিসনে মিলিল হৃদয়,
চিরপ্রিয়া সাথে হ'ল চির-পরিচয় !

কহিলাম দুটি তার কম্প্র কর ধরি',
"নিরুপমে, তুমি মোর দিবস-শর্বরী
ব্যথার রঙীন রাগে রাঙাইয়াছিলে ;
ভুলেছিনু তাই বুঝি এত ব্যথা দিলে ?
ব্যর্থ আশা কত নিশি, সখি, সিক্ত করেছিল আঁখিপাতা,
তোমা লাগি' বৃথা মাল্য গাঁথা।

পদধ্বনি কতদিন শুনি' চেয়েছিনু অসীম আশায়,
তবু তুমি এলে না তো হায় !
স্বপনের মোহিনী মায়ায় আপনারে রেখেছ আবরি',
হে মানসি,আজি দেখা দিলে রূপ ধরি' !
বকুল-আকুল পথে পদচিহ্ন এঁকে'
জ্যোছনা-বিহ্বল রাতে কোন্ দূর থেকে
বহি' লয়ে' মাধুর্যের স্বপ্ন-মণি-হার
পরায়েছ কণ্ঠে মোর তুমি বারম্বার !
নয়নের নীরব ভাষায়, রঙ্গময়ি, কহ পুনর্বার
যুগে যুগে ছিলে কি আমার ?"

কহিল সে নীলিম নয়নে বচনের অতীত বারতা
হৃদয়ের-রক্তে-রাঙা কথা !

লাজ-নত আঁখিপাতে, আরক্তিম ললিত কপোলে
কি আনন্দ-বেদনার তরঙ্গ উথলে !
যার লাগি' কত দীর্ঘ, অশ্রুময় রাতি
কেটেছে কণ্টকবনে কল্প-মালা গাঁথি';
যার রূপ জলে স্থলে আকাশে সমীরে,
যার বাণী ওতপ্রোত তপনে-তিমিরে
উরিল সে মোর মনোরমা বিশ্বোপমা শাশ্বত দয়িতা
অনন্তের-অতল-উত্থিতা !

অমর প্রেম

১

চঞ্চল জীবন-জল পদ্মপর্ণে নীরবিন্দু মত
করে টল'মল্ !
প্রেম সে তো অবিনাশী—ক্ষুধা তার দিগন্তবিতত-
চির অচঞ্চল ।
জীবনে যৌবন-বনে যার সনে মনোবিনিময়,
যার প্রেম-মধুপানে মোর প্রাণে সুধার সঞ্চয় ;
মরণে স্মরণে জাগে ধ্যানধন 'অধর', চিন্ময়,
অমেয়, অতল !

২

মরজনমের প্রেম বাসনার আবেশে আবিল,
বেদনায় ম্লান !
শঙ্কায় শিহরে কায় ; ভোগশেষে অবশ শিথিল
শূন্য মনঃপ্রাণ !
মৃত্যুপারে লভি যারে চিত্ত দিয়া নূতন করিয়া,
দেহের অতীত গেহে ধরি যারে ধরা পাসরিয়া,
সে আমার মনোময়ী শূন্যপাত্রে দিয়াছে ভরিয়া
অমৃতের দান !

৩

জ্যোতির্ম্ময় ধ্রুবলোকে প্রেম সদা বিচ্ছেদ-বিহীন,
শাশ্বত সুন্দর !
নন্দন-মন্দার-গন্ধে অন্ধ অলি গুঞ্জে নিশিদিন
আনন্দ-অন্তর !
মৃত্যু সে কি মানবের চিরস্থিতি, চরম বিরাম ?
রাকাশেষে অমানিশা, ভানু-অন্তে সান্দ্র তমোধাম ?
অঙ্গুলি-ইঙ্গিতে যার প্রাণস্পন্দ অধীর উদ্দাম,
ধাইতেছে নর ?

৪

নহে, নহে, কভু নহে মৃত্যুশেষে তিমির-শর্বরী ;
দিব্য বিভা তার !
বঙ্কিম নয়নকোণে জ্যোতিঃশিখা পড়িছে ঠিকরি'
সুরললনার !
যে-ফুল মুকুলে ঝরে, অর্ধপথে যে গীতি মিলায়,
যে-তরী ডুবিল বেগে ঢেউ লেগে' রূপ-দরিয়ায়
বিফল সকলি হ'ল ? শ্রান্ত পান্থে মরণ ভুলায়
ব্যর্থ অভিসার !

স্বপ্তি-শেষে জাগরণ, ধ্বান্ত-অন্তে অরুণ-উদয়—
নবীন জীবন !
মোহ-অন্তে ধ্রুবপ্রেম, প্রতীক্ষান্তে বিপুল বিস্ময়,
শুধু সীধু-ধন !
তাই বুঝি পাতিয়াছ হৃদিমূলে আসন তোমার ?
তাই শুনি তব বাণী মঞ্জুকুঞ্জে, অপূর্ব ঝঙ্কার !
।অঙ্গের ঘনগন্ধে অঙ্গে মম লাগে অনিবার
স্বপ্ন-পরশন !

৬

কি যে তুমি ছিলে মোর, কিবা আছ, গেছি সে পাসরি'
তুমি মোর সব !
এ বিশ্বের প্রতিদৃশ্যে বর্ণে গন্ধে দিবা-বিভাবরী
তোমারি উৎসব !
জীবযাত্রা-অবসানে যাব যবে তোমার সকাশে
দীরঘবিরহশেষে ভালোবেসে ল'বে মোরে পাশে !
নয়নে অমিয় ছানি' অপরূপ রভস-আভাসে
বিলাবে বিভব !

৭

জীবনে আছিলে প্রিয়া মরণে সে হ'লে প্রিয়তমা

পরম শরণ !

ভাষা দিয়ে নাহি পাই, ভাব দিয়ে তাই সৃজি তোমা ;

হে মোর নূতন !

মন্থিয়া স্বপন-সিন্ধু পূর্ণ ইন্দু ল'ভেছি মরতে,

পেয়েছি পীযূষ-বিন্দু আধি-খিন্ন প্রাণের পরতে,

মনে মনে কত কথা, কি সঙ্গীত বসন্ত-শরতে ;

বিমূঢ় চেতন !

৮

পরাণের তীক্ষ্ণতম বেদনার অনুভূতি পরে

বিরাজ' চিন্ময়ি !

কল্প-রথে নেমে এস রস-ঘন ভাবরূপ ধ'রে,

ধন্য কর অয়ি !

যেথায় র'য়েছ তুমি সুরলোকে সুখস্বপ্নসম

সেথায় কি কোন দিন তব সাথে দেখা হ'বে মম ?

চিনিবে কি বিরহীরে ? পূরিবে কি দুরাশা দুর্দম

দীর্ঘ দুখ সহি' ?

লুৎফ্‌উন্নিসা

শিরাজী ফেলিয়া আসিত সিরাজ তোমার অধর-শরাব লাগি।
এক পেয়ালার কীমৎ হাজার! দিল-বাহারের পিয়ারা সাকী!
সুর্‌মা-রঙীন হরিণ-নয়ন, দিঠি তার মিঠি, মেহেরবান্‌।
কোথা লাগে গুল্‌? গাল তুল্‌তুল্‌ নবাবে-আলীর রূহ ও জান্‌!
অঙ্গ-বেলায় রূপ-তরঙ্গ—জলতরঙ্গে সুর বাহার!
নিখাদ কোমলে হিয়াখানি দোলে, মীড়ে-মূর্চ্ছনে সুধার ধার।
দৌলৎখানে লভনি জনম, তখ্‌তে তোমার ছিল না দাবী,
ছিল লো কোমল, দরদিয়া দিল; লাসানী সূরৎ—হিয়ার চাবী
বেগম-মহলে রূপসী জারিয়া, নজরে সিরাজ পড়িল বাঁধা!
আবিল হৃদয়ে জনমিল প্রেম, টুটা এস্রাজে ঋ, গ, ম, পা, ধা।
শিরায় শিরায় খুন নেচে যায়, রভস-আবেশে ধরিয়া পাণি
কহিল সিরাজ, "আয় বুকে আজ,

পুলকে-আকুল জীবনে, জানি!"

খুদ্‌পসন্দী নবাবজাদার প্রেমের খেয়ালে গেল যে ভেসে,
দেমাক মরিল; হৃদয়ে জাগিল রূপসী মাশুক শোভন বেে

লুৎফ্‌উন্নিসা নামে আর কামে, আদৎ তোমার শিরিণী-বৃষ্টি ;
একাধারে প্রেম, রহম, শরম—অয়ি আল্লার অতুল সৃষ্টি !
আয়েশের আশে বর'নি নবাবে, ছিলে না কেবল প্রমোদে সাথী,
দুঃখ-সুখের ছিলে সহচরী আঁধারে জ্বালিয়া প্রেমের বাতি।
পলাশীর রণে হ'য়ে হয়রান্ বিজিত সিরাজ উধাও ধায়,
"সাথে যাব' বলি' কত না আকুতি, শঙ্কিতা সতী লুটায় পায়।
ধূপের মতন দহি' আপনায় খোশ্‌বু বিলাও দুনিয়াময়,
স্বামীর কবরে নিশিদিন ধরে' কাঁদ' বিলকুল কত বা সয় !
পিঞ্জরে-বাঁধা বিহঙ্গ অয়ি, মুক্তিলোকের আলোক-বীণ
পশেনি শ্রবণে ; কি ছার মুক্তি ?
পতি-প্রেমে যে গো হয়েছে লীন !

স্বৈরিণী

ভুজ-লতিকার বিলোল ছন্দে ধন্দ রচিয়া আমরা ফিরি,
ফুল-রেণু-মাখা মদির সমীর নৃত্য করে গো মোদের ঘিরি' !

কভু ফুলবনে মধুগুঞ্জনে ঢেলে চলি মোরা সুরের সুধা।
মোদের নীলিম নয়নের দিঠি মিটায় মরত-প্রেমের ক্ষুধা।

কভু উচ্ছল লাবণির ধারা ধরণী ভরিয়া ঝরিয়া পড়ে,
মধুলাভ-লোভে কত না ভৃঙ্গ এ বর অঙ্গে মূরছি' মরে !

সরমে-ভরমে লালসে-বিলাসে পীরিতির পাশে আমরা বাঁধি,
বেশে-প্রসাধনে যৌবন-ধনে নবীন করিয়া মদনে সাধি।

নয়নে আবেশ, অধরে মদিরা, কপোলে অরুণ-কিরণভাতি,
আননে দীপ্তি, গমনে ছন্দ, হৃদয়ে কামনাকুসুম-পাঁতি !

যৌবন নহে স্থির অচপল, মধুরিমা নহে চিরস্থায়ী,
লালসার নেশা সহসা মিলায়, কামনা শুকায় হৃদয়শায়ী !

এ দেহ-গেহের উৎসব-দ্বারে তুলি' যৌবন-কেতনখানি
হৃদয়-বিজয় কভু চির নয়,—একথা আমরা মরমে জানি।

চির-বসন্ত প্রাণে অনন্ত আনন্দ দেছে ধরায় কা'রে ?
চির-অম্লান বাসনা-প্রসূনে কে গেঁথেছে বল জীবন-হারে ?

জানি মোরা জানি যৌবন যায়, দক্ষিণ বায় বহে না নিতি,
বসন্ত-শেষে নিদাঘ সে আসে, মরত-প্রীতির এইতো রীতি !

রঙ্ দিয়া তাই রাঙি যে অধর, কাজলে আঁখির কালিমা ঢাকি,
লোল চর্ম্মের চিকণতা আনি কুঙ্কুম-রাগ অঙ্গে মাখি' ।

কণ্ঠ যখন কাংস্য-কঠোর বীণানিক্কণ আনিতে চাই,
অধর যখন উগারে গরল রসাসব সবে মোরা বিলাই !

পরশ-পাগল বাহু-বল্লরী ভুলে যবে তার পেলব তৃষা,
নিবিড় করিয়া রচিবারে চাই ভুজলতাপাশে প্রমোদ-নিশা !

অপাঙ্গ যবে শিথিল, ক্লান্ত, আননে লিপ্ত বিপুল গ্লানি,
অনঙ্গ-শর বরষি কেমনে, চপলা-চমক কেমনে হানি !

ছাই বেশ-বাস, রূপ-যৌবন ; লালসা-বিলাসে ধিক্ রে ধিক্ !
আলেয়ার মায়া, শুধু আলো-ছায়া ; নাই নাই তার দিগ্‌বিদিক্ !

নহি মাতা, জায়া, কন্যা, ভগিনী ;
জগতের মাঝে কেহ তো নই,
বক্ষে রুদ্ধ অশ্রু-সিন্ধু, নিন্দা-পশরা নিয়ত বই ।

চিত-সঞ্চিত অমৃত নিঙাড়ি' সোহাগের শত প্রলাপ-বাণী
শুনায় নি কেহ ; চাহে নাই মোর অমর-নারীর প্রতিমাখানি ।

‘আয় মাগো’ ব’লে সুধা-রসে
গ’লে মমতার ফাঁদে বাঁধে নি কেহ,
শত সুখ-স্মৃতি—স্নেহ-মায়া দিয়ে
মোর তরে কেহ রচে নি গেহ !

নাহিক বেপথু, উদ্বেগ-আশা, নারীর নিপুণ সেবার হাত,
শঙ্কা-জাগর পাণ্ডু অধর, অশ্রু-আকুল আঁখির পাত !

একি রে জীবন—কাম-ইন্ধন হৃদয়ে নিভৃতে বহিয়া চলা,
হাসির ভাষায় শুধু ক্রন্দন, কথা সে তীব্র-বেদনা-গলা !

ভুলেছি মানব, ভুলেছি দেবতা, প্রাণ বলি দিছি কামনা-যূপে ;
ধরম-করম, লজ্জা-সরম ডারিয়াছি বিষ-বাসনা-কূপে !

রমণী-মনের হে চির বিধাতা, কেন দিলে মোরে এ অভিশাপ ?
ধূ ধূ শাহারায় আকুল কণ্ঠ, ঘুচাও, দয়াল, দহন-তাপ !

প্রেম-তীর্থের তৃষাহরা বারি জনমান্তরে হৃদয়ে দেহ,
তুলসীর মূলে সাঁঝে দীপ জ্বেলে’
‘প্রিয়া’ হ’য়ে রই উজলি’ গেহ !

শতবন্ধনে নন্দন রচি’ নন্দিত করি’ নিখিল জনে,
শৃঙ্খল মম হবে মঞ্জীর ; স্বৈরিণী পাবে সাধন-ধনে !

সুখ-স্মৃতি

আজিকে মনে পড়ে সুখের কথা মোর।
রভসে তব সনে কত না নিশিভোর!
মোদের মাঝে আজ অপার পারাবার;
পরাণ-পাখী উড়ে উধাও বারবার!
দিন যে নাহি যায়, নড়ে না একতিল;
বিরহ সব ঠাঁই, বেখুস্ হর্ দিল্।
মিলন-মধু-নিশি নিমেষে গেছে চলে!
সান্দ্র স্মৃতি শুধু পিছনে গেছে ফেলে!

সন্ধ্যায়

নদীর পথে বাঁকের শেষে ধান-দোলা ঐ প্রান্তরে
হারিয়েছি যে হৃদয় আমার কোন্ অজানার মন্তরে !
সূর্য তখন ডোবে-ডোবে, দিগ্‌বলয়ে আবীর-ছিটা,
ঝির ঝির ঝির বইছে বায়ু পুলক-ভরা বড়ই মিঠা !
শিউলি-কেয়ার মনের ভাষা চষা ভূঁয়ের গন্ধ সনে
দূর-পিয়াসী কবির হিয়া ভুলাল এই পরম খনে !
আঁকাবাঁকা নদীর জলে অস্ত রবির পাণ্ডু হাসি
কেমন যেন মায়ায় ভরা ; পরিয়ে দিল প্রেমের ফাঁসি !
নীল আকাশে একটি দু'টি উঠ্‌ল ফুটে সন্ধ্যা-তারা ;
তারার সাথে নয়ন-তারার পরিচয়ের কেমন ধারা !
বাজিয়ে বাঁশী রাখাল চলে সঙ্গে ল'য়ে বৎস-ধেনু,
হঠাৎ যেন শুন্‌তে পেনু রাখাল-রাজের মোহন বেণু !
নদীর কূলে গ্রামের বধূ জল ভরে আর চম্‌কে চায়
দয়িত বুঝি আসবে তাহার নাও বেয়ে এই কিনারায় ?
মুগ্ধহিয়ার কুম্ভখানি ভ'রনু আজি পুলক-সরে
অচিন বঁধুর আসার পথে পরাণ তবু রইল পড়ে' !

কল্পনা

কুলায় ছেড়ে নীল অসীমে কে উড়ে যাস্ বল্ না পাখি,
নীড়-বিবাগী মনটা আমার হোথায় যেতে পার্‌বে নাকি ?
সুদূর পথের যাত্রী আমি, বাঁধা স্নেহের কঠিন ডোরে
মন উড়ে যায়, পাই না যেতে, বুক ভেসে যায় নয়নলোরে !

সন্ধ্যা-মায়া

নামিল সন্ধ্যা ; তিমির-সায়রে ডুবিল কনক-তরী,
শেষ হ'য়ে এল কুসুমে কুসুমে মধুপের মাধুকরী !
শেষ হ'য়ে এল কুঞ্জে কুঞ্জে বিহগের কলতা
দূর দিগন্তে ক্রমে থেমে এল রাখালের মেঠো গান
দুগ্ধ-শুভ্র বলাকার মালা নিরভ্র নভ-পথে
উড়ে চলে কোন্ দূর নীড়-পানে কল্প-স্বপন-রথে !
করিছে গাহন দিগ্বধূগণ তরল-স্বর্ণ-হ্রদে ;
কোন্ অঙ্গনা আঁকে আলিপনা তারকার কোকনদে ?
সিক্ত বসনে লীলায়িত তনু, এলায়িত কেশরাশি,
চলে কুলনারী ভরিয়া গাগরী হরষ-সরসে ভাসি'
বহে রহি' রহি' মদির সমীর গন্ধে বিবশ করি',
ভরিল সরণী স্বপন-মায়ায় কোন্ সে গো যাদুকরী ?
চাহি' অনিমেষ ধরণীর পানে আজি সাঁঝে মনে হয়
বিস্মৃত কোন্ অতীত দিনের যেন নব পরিচয় !
সুন্দর, শুভ, আনন্দ ধ্রুব, যিনি মোর চিত-চোর
ছিনু অনুদিন প্রাণে প্রাণে লীন তাঁরই প্রেমরসে ভোর !

উড়ে যায় মন ভুলে-যাওয়া সেই নন্দন-বন-ছায়ে
চির-সুরভিত শ্যাম-বীথি-পথে গীত-মূরছিত বায়ে !
হিয়ে হিয়া আর নয়নে নয়ন ছিনু যুগ যুগ ধরি' ;
তন্দ্রিল নিশি ; কুহরিল শশী মিলনের আশাবরী।
সে সুখস্বর্গভ্রষ্ট আজিকে মলিন মর্ত্ত্যলোকে
ক্রন্দিছে নিতি অন্তর মম অসহ বিরহ-শোকে।
তুলে লহ, নাথ, মোহ-যবনিকা, মুক্ত করহ দ্বার,
আর্ত্তজনেরে দেখাও, বন্ধু, অমৃতের পারাবার।
ডুবিয়া তিমির-সায়রে মিহির নবীন জীবনে চায় ;
সেই দুরাশায় ঝাঁপ দিনু আজি সান্দ্র এ সন্ধ্যায় !

কালবৈশাখী

বসন্তের আনন্দের অনাহত সঙ্গীত-ঝঙ্কার
গেছে গেছে থামি',
ধরণীর কেন্দ্র হ'তে অজস্র সে সৌরভ-সম্ভার
কোথা গেছে নামি' ?
বনে বনে প্রসূনের অপরূপ রূপের উৎসব,
অতন্দ্র রাগিণী
মিলায়েছে ; আজি ধরা নিঃশেষিয়া সকল বৈভব
যেন বিবাগিনী !
ভ্রমরগুঞ্জন ক্ষান্ত, তৃণে পর্ণে বর্ণসমারোহ
আজি তার শেষ !
রোমাঞ্চিত বসুন্ধরা নাহি আনে স্বপ্নের সম্মোহ—
সুষুপ্তির লেশ।
রূপে রসে স্বাদে গন্ধে ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম-বিলাস
লুপ্ত বহুক্ষণ,
নভোাঙ্গনে দিগঙ্গনা ভুলিয়াছে নৃত্যের উল্লাস,
কটাক্ষ-ঈক্ষণ !

নিঃসীম সে নীলিমার বেণীলগ্ন মাণিক্যের রুচি
মগ্ন মনে হয় ;
জ্যোছনার মঞ্জুহাসি, মধূৎসব সব গেছে মুছি'
এ কি পরিচয় !
জানা হ'তে অজানায়, রূপ হ'তে অরূপে সঞ্চরি'
কোথা সে ইঙ্গিত ?
সিন্ধুবক্ষে মণিকক্ষে অলক্ষিতে গাহে না সুন্দরী
রহস্য-সঙ্গীত !

নিখিলের মর্মকোষে লীলাপদ্ম আছিল যা' ফুটে'
অপূর্ব সৌরভে,
রেণু তার দিগ্বিদিকে বিস্তারিয়া গেল রন্ধ্র টুটে'
অতি অগৌরবে !
গেছে মায়া আলো-ছায়া, জাগরণী এসেছে চঞ্চল
উন্মত্ত উল্লাসে,
বৈরাগিণী বৈশাখীর ধূলিকীর্ণ, গৈরিক অঞ্চল
ভাসে ঘনাকাশে !
ঘন দোলে এলোকেশ ; স্ফুরে নেত্রে বিদ্যুৎ-প্রবাহ
চকিত চমকে,
ঝঞ্ঝার মঞ্জীররবে জ্বলে হুহু অতৃপ্তির দাহ
ঝলকে ঝলকে !

শুষ্ক পাংশু পুষ্প-পত্র, জীর্ণ যাহা পঙ্গু ও ভঙ্গুর
হোক অবসান !
যৌবনের জয়গীতে জীবনের নির্বেদ পাণ্ডুর
লভুক নির্বাণ !
বিবাগিনী বৈশাখীর লীলোদ্বেল নটভূমি' পরে
এস তুমি নর,
প্রেমের পাবন-শিখা জ্বালাইয়া ধর স্থিরকরে
প্রদীপ্ত, ভাস্বর !
আবেশ-হিল্লোলে আর তুলিও না বিলাস-প্রবাহে
মিথ্যা মায়া সৃজি',
নব নব কর্ম্মমাঝে দ্বিগুণিত নূতন উৎসাহে
সত্যে লহ খুঁজি' !
হৃদয়ের শঙ্খমুখে আঁকি' দাও হে কালবৈশাখি,
প্রকাণ্ড চুম্বন,
বাজুক অম্বুদ-রবে ভগ্ন হৃদি-কম্বু থাকি' থাকি'
ঝনন-রণন্ !
মৃত্যুক্ষীণ, মিথ্যাদীন জীবনের জড়তার জ্বর
কর কর ক্ষয়,
অমৃতের পাত্রখানি ধর ঊর্ধ্বে—ছায়াভীত নর
লভুক অভয় !

বরষায়

গগনে নব নীরদ-মালা গরজে গুরু গুমরি'
চপলা চাহে চকিতে আঁখি মেলিয়া
পবন হুহু শ্বসিয়া ফিরে, কি যেন গূঢ় বেদনা
বাজিয়া বুকে চেতনা ফেলে ঘেরিয়া !
আতপ-তাপ-তাপিত-হিয়া পিপাসাতুরা ধরণী
বরষ-আশে জলদে যাচে কাতরে,
"কোথা গো মেঘ করুণানিধি, নামিয়া এস উরসে,
বিন্দু সীধু ঢাল গো বিধুরাধরে।"
মিনতিভরা এ আবাহনে মেঘের মন টলিল,
করুণাঝারি ঝরিল শত নয়নে ;
শান্ত হ'ল শ্রান্ত ধরা নবীন প্রাণ লভিয়া,
শ্যামল মায়া ভাতিল চারু বয়নে !
তৃপ্ত আজি চাতকচিত "ফটিকজল" পিয়া গো,
কাননে নীপ পুলকে উঠে শিহরি' ;
কীচক-বনে ব্যাকুল বাজে মদির মধু মূর্ছনা,
মীড়ের রেশে বিবশ করে বাঁশরী !

রূপ-রেখা

শিখার সনে শিখিনী নাচে, দাদুরী ডাকে সঘনে

বাদল-বায়ে কাহ'রে অভিলাষিয়া !

সান্দ্র, শুভ ভুবন ভরে সিক্ত ভূমি-সৌরভে,

কেতকী-যূথী গন্ধ আসে ভাসিয়া।

এমনিতর বরষা কত এসেছে গেছে ভুবনে

জলদ-জালে বদনবিধু আবরি'।

প্লাবন সনে নিখিল প্রাণ কাঁদিয়া গেছে কত না,

নিবিড় ব্যথা বেজেছে বুকে 'গুমরি'।

ধারার জলে ধরণী স্নাত, দৈন্য কোথা নাহিরে,

স্নিগ্ধ-কম, শষ্পশ্যাম-বরণী।

শূন্যশেজে বিরহী শুধু যাপিছে যামি' জাগিয়া

নিমেষ-হারা চাহিয়া প্রিয়সরণী !

আবাহন

কোন্ সে সোনার কাঠির পরশে সরস ধরা,
চকিতে মেল্‌ল আঁখি, ঝরিল জীর্ণ জরা!
সুবাসে উদাস বাতাস নাচেরে ধানের শীষে,
দোলেরে মায়ের আঁচল, চেয়ে রই অনিমিষে!
কাহার ঐ চলার পথে অনঘ কুসুমরাজি,
বিথারে থরে থরে, জননী-পূজার সাজি?
শেফালির ফুলেফুলে হরষের হাওয়া লাগে,
চরণের পরশ-আশে মরণে শরণ মাগে!
বিতানে দোয়েল-বধূ গোপনে বদন ঢাকি,
রাগিনী ছায়ানটে পুলকে উঠ্‌ল ডাকি'!
বাঙালী-জীবন-বীণা কি সুরে মধুর বাজে;
ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ে, হৃদয়ে ধরে না যে!
আকাশে হাজার তারার আরতির পঞ্চ-প্রদীপ;
পরাণে প্রেমের আলো, নহে মা তুচ্ছ এ দীপ।
শ্রাবণের ধারার মত বরিষ আশীষরাশি,
হৃদয়ের ময়লা-ধূলা প্লাবনে যাক্ না ভাসি'!

কত না দুঃখ-ব্যথা, কত সে জাগর রাতি,
চলেছি কান্না-হাসির অপরূপ মাল্য গাঁথি'—
দিনু মা'র চরণমূলে ; কাঙালের আর কি আছে
ভকতির অশ্রু বিনা ? টেনে নে কোলের কাছে !

শূন্য

হে আকাশ, তুমি শুধু বিশাল শূন্যতা ?
কহিবার নাহি কিগো কথা, জানাবার কোন হর্ষ-ব্যথা ?
রূপহীন, বর্ণহীন তবু নীলরূপে ভরিলে ভুবন,
তামসী নিশির কেশে দুলাইলে মরি, তারার স্বপন !
নীহারিকা-ভ্রূণ হ'তে প্রসবিলে সূর্য সোম কত ;
সপ্তর্ষির ধ্যানস্বপ্নে দিলে রূপ—
বিরচিলে ছায়া-বীথি-পথ।
অতৃপ্ত,অনন্ত তৃষা ভুখারী ধরার
রবিকরে, জ্যোৎস্নাধারে নিবারিলে তুমি অনিবার।

*　　　　*　　　　*

নটরাজ ! তুমি ব্যোমকেশ ;
আবর্তিলে নৃত্যচ্ছন্দে গ্রহপুঞ্জে অশ্রান্ত, অশেষ !
লীলায়িত তোমার ভঙ্গিতে,
চলে বাণী-বিনিময় গ্রহে গ্রহে উদাত্ত সঙ্গীতে।
আনন্দ-উদ্বেল তব চারু চরণের চঞ্চল সংঘাতে

বিকাশে বিশাল বিশ্ব—মহাকাশে শতদলসম,
অপূর্ব শোভাতে।
তরঙ্গিত ইঙ্গিতে তোমার গ্রহতারা, শশী ও সবিতা ;
লিখিলে বিচিত্র বর্ণে, ছন্দোময়ী আদিম সে সৃষ্টির কবিতা !
শূন্য তুমি, নহ তবু শুধুই শূন্যতা ;
তোমার বিপুল গর্ভে আছে সুপ্ত সৃষ্টির পূর্ণতা।
জগতের আদিভূত তুমি,
অনাগত রহস্যের চির-উৎসভূমি।
তোমাতে জনমি' বিশ্ব বিলীন তোমাতে ;
প্রকাশিত, আবর্তিত, সমাহিত পুন,
হে আকাশ, তোমার ভূমাতে।
অরূপ তোমার রূপ ধ্যান-নেত্রে করি' নিরীক্ষণ
বিস্মিত, বিমুগ্ধ বুদ্ধ প্রজ্ঞালোক-প্রদীপ্ত-বদন
কহিলেন,—"শোন বিশ্ববাসী,—
নশ্বর বিশ্বের মাঝে, সত্য শুধু এই শূন্য অবিনাশী।
গ্রহচিত্র মহাকাশপটে যায় মিলাইয়া
একে একে কালের লীলায় ;
নিরবধি মহাকাশ শুধু জেগে থাকে কভু না মিলায় !
শূন্য সত্য, শূন্য সার, শূন্যই ঈশ্বর ;
ধর ধ্যানে সেই মহারূপ সে নীলিমা নিঃসীম, ভাস্বর।"

কল্পনা

ক্ষীরোদ-সাগরশায়ী নীলমাধবের নাভিপদ্মদলে
স্পন্দিল বিপুল বিশ্ব প্রকাশের পূর্ণ শতদলে !
কি আনন্দ, কত ছন্দ, কি অনন্ত সঙ্গীত-লহরী !
মোহিছে মোহনরূপে অপরূপ নীলিম মাধুরী !
তাই বুঝি ভাবমুগ্ধ কবি নিঙাড়িয়া হৃদয়ের ব্যথা
নিঃসীম সে নীলাঞ্জনে বিরচিলা প্রেমের দেবতা !
ভক্তের কল্পনা-মাঝে দেছ ধরা তুমি
হে অ-ধর, সুনীল শূন্যতা !
রূপায়িত হে অরূপ ! তব রূপে রোধিতে ক্ষমতা
নাহি কারো ; গোপীজন-প্রাণধন তুমি, এ বিশ্বের শাশ্বত
শূন্যের কল্পনাভাসে বিরচিত তব লাবণ্য ললিত।
মোহহত পার্থবীরে দেখাইলে ক্ষুদ্র নররূপে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভাতি, হে সারথি ! তব রোমকূপে !
তুলে ধর যবনিকা,
    ক্ষণিক এ মরীচিকা,
দূরে যাক্ মরুতৃষা ঘোর ;
    হৃদয়ের শূন্য ভরি' পূর্ণের পরশে, মরি !
ভাতুক সে নীল মন-চোর।
হে বিরাট্, হে আকাশ, তুমি মোরে কহ নিজ কথা,
তোমার শূন্যতা মাঝে লভি যেন মোর প্রাণের পূর্ণতা !

বারাণসী

প্রণাম তোমার চরণে, জননি, পুণ্যতীর্থ হে বারাণসী,
পদকোকনদ-পীযূষ-পিয়াসী সুরধুনী সনে বরুণা-অসী।
যুগে যুগে মাগো অযুত ভক্ত হৃদয়-রক্তে রাঙিল তোমা,
বিশ্বনাথের মানসী প্রেয়সী, ভূতলে অতুল, হে অনুপমা!

তব মধুরিমা, তোমার মহিমা—নাহি তার সীমা, নাহিক ওর,
কোথা সে সাধনা, জ্ঞান-আরাধনা, শুধু সম্বল নয়ন-লোর!
উদ্‌গীত তব প্রতি পথে পথে বিশ্বনাথের বিজয়-গান,
নাম-সুধারসে আবেশরভসে বিগলিত মাগো নিখিল প্রাণ!

দাও পদধূলি, নাহি হেন তূলি রচিব তোমার অনুপ রূপ,
প্রেম-অঞ্জন কোথা পাব মাগো, আরতির ছলে জ্বালিব ধূপ?
ব্যাস-শঙ্কর চরণ-সরোজে অর্ঘ সাজায়ে পূজিল, দেবি,
গৌরচন্দ্র ধন্য মানিল চির-আরাধ্য শ্রীপদ সেবি'।

জাহ্নবীধারা অঙ্ক বাঁকায়ে বাঁধিল তোমারে প্রণতি-ছলে,
আঁকি' নিল তব রূপ-মধুরিমা আপন পাবন, বিমল জলে!
হাতে জপমালা যত সুরবালা গাহি চলে, 'জয় পুণ্য ধাম',
সমীরণসনে কল্লোলগণে করে কানাকানি তোমারি নাম।

ঢেউগুলি দুলি' অঙ্গুলি তুলি' ইঙ্গিত করে দেউল-দলে
মেনকারাণীর দুহিতা দুলালী বিরাজেন যেথা পিনাকী-কোলে!
জয় বারাণসী, হরের মানসী, জয় মা অভয়া, মুক্তিরূপা,
আবিল হৃদয়ে উর, দীন-দেবি, দুরিত দূর' মা স্বয়ম্ভুবা!

না জানি সে কোন্ বিগত উষায় আচরিয়া দশ অশ্বমেধ,
কীর্ত্তিকিরীট পরাল মায়েরে কোন্ নরমণি দীপ্ত-বেদ।
কোন্ সে সুদূর অতীতকল্পে হরিশ্চন্দ্র সত্যবীর,
বিপুল বিভব হেলায় বিলায়ে সার করি' নিল জটা ও চীর!

মূক অতীতেরে—মৌনী ঋষিরে—কথা কহাইলে কি মায়াগুণে,
অতীতের সাথে বর্তমানের সূত্র রচিলে কি জাল বুনে!
ত্যাগের মন্ত্রে দেহ, মা, দীক্ষা, ঘুচাও কামনাবাসনারাশি,
করি' জোড় কর মাগি এই বর, জ্বাল প্রাণে আলো তামস নাশি'।

হেথা তথাগত আসি' সারনাথে বিতরিলা নিজে মুক্তিধনে,
মন্দ্রি' উঠিল গগন-পবন সে মহামন্ত্রে মোহন স্বনে!
সে পরমথনে অমর করিলা বিরচি' অশোক বিশাল কারু,
শিল্পীর মায়া-মন্ত্র-পরশ স্তূপে রূপ দিল সুষীম, চারু!

আজো 'মৃগবনে' রহি' রহি' স্বনে করুণার বাণী শ্রীবুদ্ধের,
অমিয়-ধারার প্লাবনে নাশিয়া পুঞ্জিত গ্লানি শতাব্দের।

হেথা গঙ্গার মেধ্য সলিলে করিয়া 'তুলসী' পুণ্যস্নান
তমসার কবি বাল্মীকি মত লিখিলা রামের অমৃত-গান !

উত্তরাপথে সঙ্গীত-রথে ভক্ত-হৃদয়-ক্ষরিত বাণী,
পশি' চিতে চিতে অক্ষয় হ'ল কালের শাসনে তুচ্ছ মানি'
বেদবিদ্যার শাশ্বত পীঠ, জ্ঞান-সাধনার স্বর্গধাম,
কত না কোবিদ-কবির কণ্ঠে ধ্বনিল তোমার মুক্তি-সাম।

নাহিক শকতি করি মা আরতি, প্রচারি, জননি, মহিমা তব,
সিন্ধুর মাঝে ক্ষণিক বিন্দু কালের লহরে মিলিয়া রব।
তবুও, জননি, নারি নিবারিতে প্রাণের আকুল আবেগ-ধার,
সাধ যায় চিতে চরণ ধুইতে অশ্রু-সলিলে বারম্বার !

হৃদয়ের পটে লইনু আঁকিয়া তোমার লাবণি, অবনীরাণি,
তব সুরধারে ভরিলাম হিয়া, ধ্যানে গাঁথিলাম তোমার বাণী !
অবোধ শিশু যে, জানে না কিছুই, মাতৃমুখ চাহি' তবুও ডাকে,
ভাবে বুঝি পাবে, কোথায় পলাবে, 'মা মা' বলে' শুধু
ডাকিয়া মাকে !
আমি সেই মত, অবোধ সতত, নিরত তোমার আরতি-গানে,
মুক্তি না চাই যদি প্রেম পাই, মায়ের চরণ বুলাই প্রাণে !
বিদায় দেহ, মা, আজিকার মত, সন্তান কভু ভুলে কি মায় ?
শুধু দেহ ল'য়ে ফিরিনু, জননি, রহিল পরাণ পড়িয়া পায় !

অশ্রুর হারে সাজাইয়া ডালি আবার যাচি, মা, বিদায় দেহ,
জনমে জনমে জীবনে মরণে লভি যেন তোর অপার স্নেহ !

তাজমহল

কত কথা উঠে ফেনাইয়া, কত খ্যাতি ছুটে মুখে মুখে,
কত শির লুটাইয়া পড়ে, হে সুন্দরি, তোমার সম্মুখে
ব্যথায় আতুর কত হিয়া একবিন্দু অমৃতের লাগি',
হে অনিন্দ্য আনন্দ-সদন, তব দ্বারে ফিরে ভিখ মাগি'।
কেহ কহে বিরহের ব্যথা 'মর্ম্মরিত' মোহন মন্তরে!
পথ-চাওয়া, করুণ মিনতি মৌন কি গো তোমার অন্তরে?
'একবিন্দু নয়নের জল', মরমের 'মর্ম্মর-স্বপন'?
ভাষার অতীত তুমি, তাজ, ধ্যানের অতীত তুমি ধন!
তুমি কি গো রাজদয়িতের অন্তরের অনন্ত আকুতি
লীলায়িত চারু কারু-রূপে? অথবা এ মৌন-নত স্তুতি
—সুন্দরের বন্দনা-সঙ্গীত—গতিহীন ছন্দের নর্ত্তনে?
মমতায় বুঝি মমতাজ বন্দী আজি পাষাণ-বন্ধনে?
সাজাহান বেসেছিল ভাল, দিয়েছিল প্রেমসুধা ঢালি',
সেই প্রেম কোমল-মধুর—ক্ষণিক সে আরতির ডালি—
অভিমানে ফেলে চলে' গেলে; না ফুরাতে পূজার লগন
ডুবিল সে আনন্দ-প্রতিমা, সারা ধরা আঁধার-মগন!

রূপ-রেখা

বিরহের দীর্ঘ অশ্রু-নদী বহে' যায় কালিন্দীকল্লোলে,
মিলনের দীপ্ত শতদল তী'র তার গন্ধ-ছন্দে দোলে ?

তীর্থযাত্রী মোরা মুসাফির বক্ষে বহি' অশ্রুর পাথার
এসেছি তোমার কাছে আজ, খোল, খোল হৃদয়-দুয়ার !

মৌন, শুভ্র, গভীর অন্তরে চিরন্তন কোন্ বাণী কহ ?
কী বিপুল প্রকাশের ব্যথা বক্ষে তব বাজে অহরহ ?

মনে হয় নীলিমার পটে তুমি স্নিগ্ধ শারদ যামিনী !
নহ, নহ বিরহের দহে অপরূপ 'কমলে-কামিনী' ।

সাজাহান রাজ-অধিরাজ, প্রেম তার ছিল সে ব্যসন,
ক্ষীণ লূতাতন্তু-জাল সম, বিরহেতে বিলীন স্বপন !

প্রেম চেয়ে রূপ ছিল প্রিয়, ভাব চেয়ে প্রকাশ-মাধুরী,
প্রকাশিল শুভ্র শিলা-দলে ভাব-মুক্ত রূপের চাতুরী !

নহ ভাব, নহ ভাব-রূপ, নহ মৌন প্রেমের প্রতীক,
শিল্প-মায়া ধরি' কারু-কায়া, ছন্দে ছন্দে তরঙ্গিল দিক !

অর্থ নাই তবুও সুন্দর, ভাব নাই তবু ভরে মন,
রেখায় রেখায় আছে গাঁথা সুন্দরের আনন্দ-স্বপন !

কথা নাই, কোন বার্তা নাই, অনাবিল সুরের 'আলাপ',
বৃথা কথা, বৃথা ব্যথা খুঁজি, রচি দীর্ঘ ছন্দের প্রলাপ !

এ যেন রে ফুল হ'য়ে ফোটা, শুধুমাত্র ফোটার আবেগে,
অকারণে গান-গেয়ে-যাওয়া কথা যবে স্বুরে উঠে ডেকে !

একি হাসি, একি অশ্রুজল ? কী রহস্য অতল অন্তরে ?
মায়াময়ী ওগো 'মোনা লিসা', স্মেরাধরে কী মাধুরী ঝরে ?

হে সম্রাট্, হে রূপ-রসিক, ভারতের 'ফিডিয়স্' তুমি,
জীয়াইলে মায়ামন্ত্রবলে 'প্যারসের' শুভ্র শৈলভূমি ;

ফুকারিলে পথে যেতে যেতে অনিন্দিত স্বুন্দরের গান,
তোমার চুম্বনে আজি বাজে বংশীরবে কঠিন পাষাণ !

ভুলে যাই সব চাওয়া-পাওয়া, হে রূপসি, তোমার আলোকে,
নাহি রহে কামনা-বেদনা পরিপূর্ণ প্রাণের পুলকে !

কালে কালে স্বুনীল-মুকুরে নেহারিলে আনন-কমল,
ভাবমুক্ত তব রূপায়ণে চিত্ত মোর বিবশ, বিহ্বল !

মা

কোথায় ছিলাম, এলাম কেমন ক'রে
আঁধার হ'তে এই আলোকের তীরে ?
তিমির-স্রোতের অস্ফুট নীহারিকা
বন-দলে ফুট্‌ল তোমায় ঘিরে !
ভেসে-আসা কোন্ দুরাশার স্বপন
তোমার মাঝে পেল তাহার কায়া,
বাসনা তোর ব্যাকুল বাহু মেলি'
কুড়িয়ে নিল ছড়িয়ে-যাওয়া মায়া !
জঠরে তোর কঠোর সুখে মাগো,
দিয়াছ্ তাই তনয়ে তোর ঠাঁই ;
শঙ্কাভয়ে কতই রাতি জাগ,
সুধার ধারা বুকের মাঝে পাই !
নয়নে তোর নিবিড় স্নেহের আলো,
আননে তোর পুলকভরা হাসি,
কথায় মা তোর ভুলায় সকল ব্যথা,
পরশে তোর হরষ রাশি রাশি !

চেতনা মোর তোমার জীবন-শিখায়
জ্বালিয়ে নিল প্রদীপখানি তার,
তোমার স্নেহ তড়িৎ-রেখা-সম
কাঁপিয়ে দিল আমার সকল তার!
অপ্রকাশের মৌন ব্যথার পরে
প্রথম প্রণব ফুট্‌ল 'মা' এই নাম;
এক নিমেষেই জুড়িয়ে গেল ব্যথা,
একটি ডাকেই পূরল মনস্কাম!
অনাদি এই কালের পারাবারে
অসীম এই মহান্ শূন্য মাঝে
জ্যোতির কণা মিলিয়ে ছিল কোথা?
আজকে মা তোর স্নেহের সুরে বাজে!
নেপথ্যেরই আবরণীর ছায়া
মিলিয়ে গেল কোন্ সে মন্ত্র-মায়ায়!
অনাদি কাল রহস্য-জাল ত্যজি'
রইল জেগে ইতিহাসের পাতায়!
তাই তো তোমার নাড়ির সাথে সাথে
জড়িয়ে গেল লক্ষ যুগের আশা,
তাই তোমারি বীণার তারে মাগো,
়ল বেজে কল্প-কালের ভাষা!

রূপ-রেখা

কালের লীলায় আলোর লহরগুলি
যেদিন হ'তে লাগ্‌ল চরণ-তটে,
সুখের স্বপন স্নেহের শিশু-রূপে
তোমার বুকে প্রসূন হ'য়ে ফোটে !
অশ্রু-হাসির, দুঃখ-সুখের দোলায়
কতই ব্যথা, কতই জাগর রাতি ;
স্নেহ তোমার ফির্‌ল সাথে সাথে
অচিন্‌ পথে জ্বালিয়ে আশার বাতি !
এমন ক্ষমা, এই মমতা-সুধা
কোথায় হ'তে পেলি, মা, তুই বল্‌ !
এ কী মোহন মায়ার পরশনে
ব্যথার বৃন্তে ফুটালি কমল !
তাই তোমারে ডাকি দুখের দিনে,
ডাকি তোমায় শুধু নামের নেশায়,
যেমন মোহে গাহে ভোরের পাখী—
সুরের নতি লুটায় নীলিমায় !
অবচেতন মনের গহন-তলে
আছিস্‌, মা, তুই সকল বেদন হরি',
তোমার স্নেহের প্রসাদ-মধু পিয়ে
শূন্য হৃদয় সুধায় গেছে ভরি' !

জানি না বেদ ; তন্ত্র-মন্ত্র-সাধন,
জানি না, মা, প্রয়াগ-বারাণসী,
দেবীর দেবী, পরম তীর্থ তুই,
বরণ করি চরণ-মূলে বসি'।

শিশুকন্যার বিয়োগে

সুকুমার, কৃশ তনু-লতা শয্যাসহ যেন আজি লীন ;
আধমুক্ত নয়ন-পল্লব সদ্য-জাগা কোরকের মত ;
অধরের ললিত লালিমা ঘন-নীল মৃত্যুর পরশে ;
নাহি প্রাণ, নাহিক আলোক ; ভাসে চিত্ত বেদনার রসে !

জননীর নয়নের মণি, অয়ি মোর স্নেহের দুলালি,
ভাষাহীন চোখের চাহনি বড় শূন্য, ম্লান, অসহায় ;
কণ্ঠে তোর ফুটেনি কাকলী, চিত্তে মাগো জাগেনি চেতনা,
আমরণ শুধু গেলি কেঁদে বক্ষে বহি' অনুক্ত বেদনা !

সে গভীর ব্যথা তোর মাগো উথলিল অশ্রুর পাথার,
সে ললাম ললিত তনুর মুহুর্মুহু সঙ্কোচ-প্রসার !
মেঘমাঝে বিজুলীর লেখা—ক্ষণিকের সেই সুধা-হাসি,
ভরি' দিত প্রাণ-মন মোর, দিত চিত্তে স্বপন বিকাশি'।

ভাবিতাম সেই হাসি দেখে জাগিবে সে সম্পূর্ণ চেতনা,
সব দৈন্য, সকল ম্লানিমা নিমেষে মা হ'য়ে যাবে সোনা ;
দুখের মৃণালবৃন্তপরে শিহরিবে আনন্দ-কমল,
লাবণ্যের লীলা ব'হে যাবে, হবে ব্যর্থ জীবন সফল !

কোন্ স্বপ্ন বিকাশিত হাসি অর্থহীন তোমার ভুবনে ?
অর্দ্ধস্ফুট কোন্ অনুভূতি ফুটাইত পুলক-শিহর ?
পশিত কি সোহাগের বাণী জননীর অমৃত-সিঞ্চিত
কর্ণে তোর ? দিত সাড়া কিগো মোহহত, ব্যথাতুর চিত ?

শুধি' ঋণ এই ধরণীর দিলি পাড়ি অসীমের পথে,
সাঙ্গ আজি আধ-পরিচয় আলো-ছায়া, হাসি-অশ্রু সাথে,
দুদিনের দুখের পশরা—পিছে রাখি' বেদনার ডালা
দিলি মাগো দেবতাচরণে অশ্রুমুক্ত জীবনের মালা !

বেঁধেছিনু তোরে বক্ষোনীড়ে ঝড়ে-পড়া ওরে ভীরু পাখি,
রেখেছিনু ওরে তোর তরে স্নেহতপ্ত একটুকু ঠাঁই ;
নামাতে বুকের বোঝা তোর, মুছাতে মা নয়নের বারি
প্রাণপণ কত আকিঞ্চন। সেই মুখ কেমনে নিবারি !

যাও মাগো ধ্রুব শান্তিলোকে স্তব্ধ যেথা সংসারের জ্বালা,
যেথা ভক্তি-স্নেহ-ভালবাসা নিবেদিত দয়িত-চরণে ;
বুক যদি ভেঙে ফেটে যায় তবু তোরে রাখিব কেমনে ?
যেন এ তিমির-রাত্রি তোর হয় ভোর অরুণ-কিরণে !

‘সারনাথ’-দর্শনে

ঊর্ধ্বশিরে আছ দাঁড়াইয়া
নেত্রে তব নাহিক নিমিখ।
হে যোগী, হে মৌন-শান্ত,
অতীতের গৌরব-প্রতীক!
বিতরিলা বুদ্ধ তথাগত
সত্য-সুধা এই ‘মৃগদাবে’।
যুগে যুগে বুঝি সেই বাণী
ঘোষিতেছ উদাত্ত আরাবে।
নর হেথা নহেক অমর,—
রূপ সেও মরণ-অধীন,
বস্তু-ভাণ্ড টুটে অকস্মাৎ
মৃত্তিমাঝে হয়ে’ যায় লীন!
খি-আগে দীপ যায় নিভে
তিমিরের নামে যবনিকা,
গহন সে তামসের তীরে
দীপ্যমান সত্য-জ্যোতিঃ-শিখা!

তাই তব বাণী সনাতনী
রাজে ধ্রুব বিশ্ব-হিয়া-মাঝে,
সৃষ্টি-পটে সে অম্লান আভা
অচপল আজিও বিরাজে !
অন্তর্গূঢ় আঁধার বিদারি'
দেখা দেয় আলোক-সরণী ;
বর্ণ-গন্ধ-রূপ-রসে-ভরা
তাই স্থিরা অধীর ধরণী !
ধ্যান-ধনে মহাসাধনায়
লভিয়াছ মণিপদ্মাসনে,
মর্ম্মকোষে সঞ্চিত সে সুধা
বিলায়েছ প্রতি জনে জনে।
যে সঙ্গীতে ঝঙ্কারে বসুধা
গাঁথি' তাহে কতদিন কাটে ?
দুলায়েছ মঞ্জুল মালিকা
শাশ্বত এ বিশ্বের ললাটে !
তপোলব্ধ সে মন্ত্র গম্ভীর
মৃগারণ্যে আজো যেন শুনি,
ব্যথাহরা অমৃত-রাগিণী
মৌনকণ্ঠে গাহ যেন গুণী !

অতীতের সাক্ষী সারনাথ !
জাগাইছ জিজ্ঞাসার ভাষা,
নিখিলের চিত্ত-উৎস হ'তে
উৎসারিছ আলোকের আশা !
লহ, লহ যোগমগ্ন ঋষি,
পরাণের পূত পূজাঞ্জলি,
উন্মীলিত কর নেত্র নাথ,
চিত্ত মোর উঠুক উথলি' ।

বসন্ত-দূত

বসন্ত এনেছে লিপিখানি,
অনন্তের অন্তরের বাণী ;
বনানীর পুষ্প-কিশলয়ে সুন্দরের অনিন্দ্য ইঙ্গিত ;
পল্লবে পল্লবে তার উদ্বেলিত বরণ-সঙ্গীত !
দিকে দিকে শ্যাম সমারোহ—
আনন্দ-সন্দোহ—
রক্তে মোর তরঙ্গিল অহরহ দুঃসহ বিরহ !
মর্মরিত বেণু-কুঞ্জ মাঝে
মুখর মঞ্জীর কার বাজে !
আম্রমঞ্জরীর গন্ধে, কেতকীর সুরভি নিঃশ্বাসে,
সজিনার ফুলে আর বাতাবীর সুবাস-উচ্ছ্বাসে,
মলয়বীজনাকুল বনশ্রীর উল্লোল অঞ্চলে
যেন কার রভস উছলে !
—যেন কার অঙ্গপরিমল
হরষ-পরশ-রসে চিত্ত মোর করিল বিকল !
যারে চাই তবু নাহি পাই,
ক্ষণে পেয়ে তখনি হারাই,

সে আমার হারানিধি দিল বিধি আজি কি মিলায়ে ?
তাহারি বারতা এল মলয়ের মধুময় বায়ে ?
অশোকে, কিংশুকে হাসে কার রক্ত-রাঙা চীনাংশুক,
তরঙ্গের লীলারঙ্গে হেরি কার উরস উৎসুক,
বন-ব্রততীর অঙ্গে কে দিল রে হেন পেলবতা,
বান্ধুলী বিম্বিল কার অধরের তপ্ত অধীরতা !
হেরিলাম অনন্তের মহামহোৎসব,
আকণ্ঠ করিনু পান আগ্রহের উদগ্র আসব !
কোকিলের কলকণ্ঠে, দোয়েলের বিভল উল্লাসে,
তটিনীর মধুচ্ছন্দে, লীলায়িত নীলিম আকাশে
কি আভাস ভাসে !
গ্রহ, তারা, দূর নীহারিকা—
অসীমের ললাটের জ্যোতির্ময় টীকা—
রুদ্ধ কক্ষ খুলিল হিয়ার,
দেখাল বিস্মৃত জনে অনুপ সে শ্রীমুখ প্রিয়ার !
হে বসন্ত-দূত,
সুধাবিষে-মিশা তব লিপিকা অদ্ভুত !
অমরার অমৃত সিঞ্চিয়া রচিয়াছ তোমার বারতা ;
বেদনার অবদানে উদ্দীপিয়া বিরহের ব্যথা

উদ্‌ঘোষিছ দিশে দিশে বর্ণে, গন্ধে, রসে আর গানে,
প্রদোষে-বিহানে,
এক বাণী তীব্র, তীক্ষ্ণ, উদাত্ত, মোহন—
বসন্তের মধূৎসবে সুন্দরের শুভ নিমন্ত্রণ !

কবি

কামনার কল্প-লোকে সুন্দরের স্বপন-পশারি,
হে কবি, তোমারে নমি অরূপের পূজারি !
যে অনাদি উৎস হ'তে আনন্দের অসীম অমৃত
সঙ্গীতের সুর-রশ্মি দিকে দিকে করে বিকিরিত,—
যে শাশ্বত সদ্ম হ'তে নিত্যকাল অম্লান গৌরবে
ভরিয়াছে বিশ্বভূমি নন্দনের মন্দার-সৌরভে
তুমি তার পেয়েছ সন্ধান ; অক্ষরের অক্ষয় বন্ধনে
বেঁধেছ অলখ ধনে ; অপরূপ এই রূপায়ণে
অরূপে ক'রেছ বন্দী, ছন্দে গানে ক'রেছ বন্দনা
সুরের তরঙ্গঘাতে জাগায়েছ মূর্ছিত চেতনা ।
ছায়া-ভীত মূঢ় অন্ধে পরায়েছ প্রেমের অঞ্জন,
আশার আলেখ্যখানি হৃদিরক্তে করিলে অঙ্কন ।
ধরার মানুষ তবু নাহি জানি কোথা তব ধাম ;
অনন্ত-তীর্থের গুরু, পথিকের লহ গো প্রণাম !

শিখা যাবে আঁধারে মিলিয়া ?

প্রাণের প্রদীপখানি জ্বালি'

শিখা তার দিনু প্রসারিয়া

অসীম, সুদূর নভোলোকে—

জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্র-সভায়।

নিবিড়-তিমির-মসী-ঢালা

রজনীর স্তব্ধ গূঢ়তায়

কুণ্ঠিত প্রদীপ-ভাতি মোর

রহি' রহি' উঠিল কাঁপিয়া !

নির্জন, নীরব বিভাবরী

অলকে পরশমণি জ্বালা ;

বিরহ-বিধুর মোর হিয়া

ধেয়ায় সাধন-ধনে তার ;

পুঞ্জিত পরম ব্যথা তাই

সোনা হ'ল সে মন্ত্রে তাহার,

আঁধার-নিশির স্বপ্ন—তারা—

কল্প-রূপে চিত্ত করে আলা !

গহন-ধ্যানের রাত্রি কা'র
পঞ্চ-দীপে করিল আরতি ?
কোন্ আদি-উৎস-সিন্ধু-পানে
ধাইল নিখিল ভালবাসা ?
ছায়াপথ বাহি' চিত্ত মোর
মহাশূন্যে করে যাওয়া-আসা
কল্পনার নিঃশব্দ পাখায়
অহর্নিশি, নাহিক বিরতি !
থামিবে কি এই অভিসার,
দীপ-শিখা যাবে কি নিভিয়া ?
গৃহহারা ঘর নাহি পাবে ?
শিখা যাবে আঁধারে মিলিয়া ?